সাধক-সঙ্গীত।

পরিশিষ্ট বা চতুর্থভাগ।

কাঙ্গালের গীত।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত।

কলিকাতা।

২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী

হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩১০ সাল।

CALCUTTA,

PRINTED BY T. C. AUSH AT THE
VICTORIA PRESS.
2, *GOABAGAN STREET.*

উৎসর্গ।

মা! তোমার পূজার জন্য যে কুসুম চয়ন করিয়াছি, তাহা তোমার পাদপদ্মে অর্পণ করিলাম। জননী! রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি তোমার বরপুত্রগণ স্বর্গীয় কুসুম দ্বারা তোমাকে পূজা করিয়াছেন। আমি তোমার দীনহীন কাঙ্গাল সন্তান, তাহা কোথায় পাইব। আমার নয়নাশ্রুসিক্ত গন্ধহীন মর্ত্ত্য কুসুমগুলি তোমার পাদপদ্মে অর্পণ করিতেছি, কাঙ্গাল পুত্রের প্রদত্ত বলিয়া এ অঞ্জলি গ্রহণ করিবে কি?

শ্রীগুরবে নমঃ।

অখণ্ড মণ্ডলাকার ব্রহ্মসনাতন।
ওতপ্রোত ভাবে যিনি ব্যাপ্ত ত্রিভুবন॥
তাঁর পন্থা প্রদর্শক হয় যেইজন।
বারম্বার বন্দি সেই দেবের চরণ॥

অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ মানব নয়ন।
যাঁর কৃপা হতে হয় তাহার মোচন॥
সেই দয়াময় গুরু ভব কর্ণধার।
বারম্বার বন্দি আমি চরণ তাঁহার॥

আধার কমলে মাতা রয়েছে নিদ্রিত।
তেই দুঃখ ভোগ নর করে যথোচিত॥
তাঁর নিদ্রা ভাঙ্গাইতে শকতি যাঁহার।
বারম্বার বন্দি আমি চরণ তাঁহার॥

এক দেহে হন যিনি তিনের আধার।
পদ্মযোনি পঞ্চানন গোপের কুমার॥
নররূপী সেই দেব ভব কর্ণধার।
বারম্বার বন্দি আমি চরণ তাঁহার॥

শ্রীশ্রীশ্যামাস্তোত্র।

বদামস্তে কিংবা জননি বয়মুচ্চৈর্জ্জড়ধিয়ো,
ন ধাতা নাপীশো হরিরপি ন তে বেত্তি পরমং।
তথাপি ত্বদ্ভক্তির্ম্মুখরয়তি চাস্মাকমসিতে,
তদেতৎ ক্ষন্তব্যং ন খলু পশুরোষঃ সমুচিতঃ॥
প্রসূতে সংসারং জননি ভবতী পালয়তি চ,
সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ।
অতস্ত্বং ধাতাপি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরহো,
মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীং॥
অনেকে সেবন্তে ভবদধিকগীর্ব্বাণনিবহান্,
বিমূঢ়াস্তে মাতঃ কিমপি নহি জানন্তি পরমং।
সমারাধ্যামাদ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদি-বিবুধৈঃ,
প্রপন্নোঽস্মি স্বৈরং রতিরসমহানন্দরসিকাং॥

মহাকালবিরচিতং শ্যামাস্তোত্রং॥

শ্রীশ্রীদেবীসূক্ত।

(ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল)

অহং রুদ্রেভির্ব্বস্থভিশ্চরা-
ম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভ-
র্ম্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ ১ ॥
অহং সোমমাহনসং বিভ-
র্ম্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগং।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥ ২ ॥
অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীং ॥ ৩ ॥

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি যঃ শৃণোত্যুক্তং।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪ ॥
অহমেব স্বয়মিদং বদামি
জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাং ॥ ৫ ॥
অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ॥ ৬ ॥
অহং সুবে পিতরমস্য মূৰ্দ্ধ-
ন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো-
তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ॥ ৭ ॥

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যা-
রভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ-
তাবতী মহিমা সংবভূব ॥ ৮ ॥



শ্রীশ্রীদেবীসূক্ত।

অনুবাদ।

রুদ্র এবং বসুরূপে করি বিচরণ।
আমি হই আদিত্যাদি সর্ব্বদেবগণ॥
মিত্র ও বরুণে আমি করেছি ধারণ।
আমি হই ইন্দ্র, অগ্নি, অশ্বি দুইজন॥
যে মায়া হইতে হয় জগত সৃজন।
একমাত্র আমি সেই মায়ার কারণ॥ ১॥

আমি হই সোমরস উজ্জ্বল বরণ।
ত্বষ্টা, পূষা, ভগে আমি করেছি ধারণ॥
সোম যজ্ঞ দ্বারা দেবে করিলে সন্তোষ।
ধনদানে আমি সবে করি পরিতোষ॥ ২॥

বিশাল বিশ্বের আমি একা হই কর্ত্রী।
আমি সবাকার ধন,—ইষ্টফল দাত্রী ॥
দেবগণ মধ্যে হই আমি হে প্রধান।
সর্ব্বরূপে সর্ব্বদেহে করি অবস্থান ॥
সর্ব্ব পদার্থের সত্তা (আমি) জীবের জীবন।
দেবগণ করে সদা আমাকে ভজন ॥ ৩ ॥

আমা হতে করে সবে ভোজন, দর্শন।
আমিই প্রাণের প্রাণ, আমিই শ্রবণ ॥
এইরূপে যারা মোরে নহে অবগত।
ক্ষয় প্রাপ্ত হবে তারা জানিও নিশ্চিত ॥
আমি যাহা বলি তাহা শুন জ্ঞানবান।
শ্রদ্ধার সহিত তাহা কর অবধান ॥ ৪ ॥

সুর নর করে যেই তত্ত্ব অন্বেষণ।
সেই তত্ত্ব তোমা' আমি বলিনু এক্ষণ ॥
ব্রহ্মত্ব বিষ্ণুত্ব লভে আমার কৃপায়।
তত্ত্বজ্ঞানী ঋষি হয় আমার ইচ্ছায় ॥ ৫ ॥

স্তোত্র দ্বেষী দানবেরে করিতে নিধন।
রুদ্র যবে করিলেন কার্ম্মুক গ্রহণ॥
স্বীয় শক্তি সে ধনুকে করিয়ে সঞ্চার।
ত্রিপুর দানবে আমি করিনু সংহার॥
সাধুদের রক্ষা হেতু (শুন বৎস তুমি)।
সমর প্রাঙ্গণে সদা নৃত্য করি আমি॥
ওতপ্রোত ভাবে আমি প্রবেশ করিয়া।
অন্তরে বাহিরে বিশ্ব রেখেছি ধরিয়া॥ ৬॥

সর্ব্বভূত মূল যেই জনক আকাশ।
আমা হ'তে হইয়াছে তাহার প্রকাশ॥
পরমাত্মা রূপ হ'তে হ'য়েছে উদ্ভব।
জনক আকাশে আমি করিনু প্রসব॥
চিতি রূপে সর্ব্বভূতে রয়েছি ব্যাপিয়া।
প্রকৃতি রূপেতে আছি প্রবিষ্ট হইয়া॥ ৭॥

স্বয়ং আমি ত্রিভুবন করিয়ে সৃজন।
অন্তরে বাহিরে আছি যেন প্রভঞ্জন॥

স্বীয় মহিমায় (তুমি জানিও নিশ্চিত) ।
সর্ব্বলোকে সদা আমি আছি অধিষ্ঠিত ॥
অবিদ্যা মালিন্য (বৎস) নাহিহে আমাতে ।
তেই হে নির্লিপ্তভাবে রয়েছি জগতে ॥৮॥



কাঙ্গালের গীত।

বন্দনা।

বেহাগ—ধামার।

নমস্তে জননী জগত বন্দিনী।
ব্রহ্মসনাতনী ত্রিতাপ নাশিনী॥
বিশ্বপ্রসবিনী বিশ্বস্বরূপিণী;
বিশ্বমূলাধার বিশ্ববিমোহিনী।
সৃজন পালন নিধনকারিণী;
সর্ব্বভূতাশয়ে আত্মাস্বরূপিণী॥
আদি অন্তহীনা অনন্তরূপিণী;
সগুণা নির্গুণা তুরীয় তারিণী।
শান্তি স্বরূপিণী শান্তি বিধায়িনী;
কৈলাসে প্রণমে কৈলাসবাসিনী॥ ১॥

আবাহন।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

এস মা, এস মা, উমা ভবমনমোহিনী।
ব্যাকুল প্রাণে ডাকি তোমা, দুর্গে দুর্গতি নাশিনী॥
তুমি মাগো মহামায়া, কি বিষম তব মায়া;
যাহাতে আবদ্ধ আছে ব্রহ্মা বিষ্ণু শূলপাণি॥
কি কঠিন মায়াপাশ, না সরে প্রশ্বাস শ্বাস;
সে পাশে বাঁধিলে মাগো, আমা হেন ক্ষুদ্র প্রাণী।
দীন হীন নরদাসে, বাঁধিয়াছ সেই পাশে;
ভেকেরে বধিতে মাগো, ক্ষেপিলে কেন অশিনী॥
এস মাগো দয়া ক'রে, দেওনা বন্ধন ছেড়ে;
মুক্ত হয়ে ডাকি তোমায় মুক্তি মোক্ষ প্রদায়িনী।
ছিন্ন করি মায়াপাশ, আমার হৃদয়ে এস;
কৈলাসে ডাকিছে তোমা শিবে অশিবনাশিনী॥ ২॥

সৃষ্টি।

কাফি—ঝাঁপতাল।

তুরীয় স্বরূপে ছিল নিদ্রিতা জননী।
রূপহীনা গুণহীনা, অব্যক্তকাহিনী॥
চরাচর আদি বিশ্ব না ছিল অবনী।
গাঢ় অন্ধকার যেন তামসী রজনী॥
গুণের বিকাশে হল মায়ার প্রকাশ,
মহাজ্যোতি পূর্ণ হল অনন্ত আকাশ।
পঞ্চভূত প্রসবিলা বিশ্বপ্রসবিনী,
পঞ্চ শিশু হল রত ক্রীড়ায় তখনি॥
সৃষ্টির অনন্ত ধূম পড়িল জগতে,
নৃত্যময়ী মহাশক্তি লাগিলা নাচিতে।
অনিল অনল জল আকাশ মেদিনী,
খেলিছে অদ্ভুত খেলা বিচিত্র কাহিনী॥

ফুটিতে লাগিলা তবে জ্যোতিষ্কমণ্ডল,
ভাস্কর, শশাঙ্ক আদি উপগ্রহদল।
বিচিত্র মেঘের কোলে খেলে সৌদামিনী,
রূপহীনা হইলেন অনন্তরূপিণী॥

অনন্ত মস্তক তাঁর অনন্ত বদন,
হস্ত পদ কর্ণ নাসা সব অগণন।
আদি মধ্য অন্তহীনা ব্রহ্মসনাতনী,
খেলিছে বিচিত্র খেলা অনন্তলোচনী॥

সৃজিলেন দেবকুল আদি পঞ্চানন,
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি কত সহস্রলোচন।
জলচর বনচর বিমানবিহারী,
অসংখ্য জীবেতে পূর্ণ হইল ধরণী॥

তরুলতা গুল্মপাতা সৃজিলেন কত,
কুসুম কাননে ধরা হ'ল সুশোভিত।
নগ নদী উৎস সরঃ খচিত অবনী,
নন্দন কানন যেন হইল মেদিনী॥

প্রজাপতি হ'তে সৃষ্টি জীব শ্রেষ্ঠজন,
প্রকৃতি পুরুষ দুই বিচিত্র গঠন।
মানব জাতির আদি জনক জননী,
মনু আর শতরূপা উজ্জ্বলা রমণী ॥

বিশ্ব সৃষ্টি করি তবে বিশ্বস্বরূপিণী,
বিশ্ব সিংহাসনোপরে বসিলা আপনি।
স্বর্গ শির, অগ্নি মুখ, রবীন্দু লোচন,
নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপ প্রাণ প্রভঞ্জন ॥

ব্যোম হ'ল মধ্যদেশ জলাম্ন উদর,
ধরণী হইল মায়ের চরণ নিকর।
সুরাসুর নর আদি জোড় করি পাণি,
স্তব পাঠ করি বলে:প্রসীদ তারিণী ॥

প্রসীদ প্রসীদ মাতঃ বিশ্ব প্রসবিনী,
প্রসীদ প্রসীদ মাতঃ ব্রহ্ম সনাতনী।
প্রসীদ প্রসীদ মাতঃ পতিতপাবনী,
বিতর কৈলাসদীনে চরণ দুখানি ॥ ৩

প্রলয়।

(মহারাত্রি।)

খাম্বাজ—একতালা।

বিশাল বিশ্বের সৌন্দর্য্য অপার।
ইচ্ছি'লা জননী করিতে সংহার॥

মহাকালী রূপ করিলা ধারণ।
প্রলয়ের খেলা করিতে সাধন॥ *

শান্তির প্রকৃতি প্রশান্ত মূরতি,
সংহার মূরতি ভীষণ আকৃতি।
করালবদন বিকট দশন,
সর্ব্বগ্রাসীরূপ হইল তখন॥

---

* কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাকালস্ত কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্র, চতুর্থোল্লাস।

ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি প্রবেশে বদনে,
ভয়ে মহাকাল পড়িলা চরণে।
হাসিয়ে করালী হৃদয়ে লইলা,
কালী হৃদে কাল বিলীন হইলা॥

পঞ্চভূতে দেবী করে আকর্ষণ,
কক্ষভ্রষ্ট হ'ল ধরা গ্রহগণ।
ভাঙ্গিয়া পড়িছে চন্দ্রমা তপন,
চুরমার হ'ল উপগ্রহগণ॥

উল্কাপিণ্ড যেন ছুটে রাশি রাশি,
সে সকল কালী লইছে গরাসি।
সর্ব্ব বিশ্ব দেবী করিলা গ্রহণ,
তথাপি না পূরে করাল বদন॥

সত্ত্ব রজঃ তমঃ করিয়ে গরাস,
জ্যোতির্ম্ময়ীরূপ করিলা বিনাশ।
গুণহীনা মাতা হ'ল নিরাকার,
"মহারাত্রি" রূপা মহা অন্ধকার॥৪

দশমহাবিদ্যা।

ত্বমেব সূক্ষ্মা ত্বং স্থূলা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥

উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনূঃ॥

চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভুজা ষড়্ভুজাষ্টভুজা তথা।
ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানাশস্ত্রাস্ত্রধারিণী॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র, চতুর্থোল্লাস।

দশমহাবিদ্যা।

কালী। (১)

বসন্তবাহার—ঝাপতাল।

করাল বদনী জলদ বরণী।
ভীষণ দশনা ভীষণ হাসিনী॥
মহাঘনপ্রভা কালঅঙ্গআভা,
অট্টহাসি তাহে খেলিছে দামিনী॥

বিলম্বিত গলে নরশির মালে,
শ্রবণ যুগলে শিশুযুগ দুলে।
নরশির অসি শোভে দুই করে,
বরাভয় দানে অপর দ্বিপাণি॥

ত্রিনেত্র উজ্জ্বল রবীন্দু অনল,
শিশু সুধাকর বিশোভিত ভাল।
চিকুর নিকরে চুম্বিছে মেদিনী,
রুধিরে চর্চ্চিতা শ্যামা উলঙ্গিনী॥

আসবে প্রমত্ত রণরসে মত্ত,
দানব বিনাশে হয়ে উনমত্ত।
শবশিবারূঢ়া প্রসীদ শিবানী,
বিতর কৈলাসে শ্রীপদ দুখানি॥ ৫

তারা। (২)

খাম্বাজ—একতালা।

সুনীল নীরদ জিনিয়া বরণ।
ভীষণ শ্বাপদ ছাল পরিধান॥
হেরিলাম এক রমণী রতন,
শব শিব হৃদে করে বিচরণ॥
নাগিনী জড়িত জটা বিভূষণ,
বিষধর গণ অঙ্গে আভরণ।
শশাঙ্ক ভাস্কর আর বৈশ্বানর,
রমণী নয়নে বিকাশে কিরণ॥

ডানি ঊর্দ্ধকরে সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ,
তাহার অধেতে নীলাব্জ শোভন।
বাম ঊর্দ্ধকরে কাটারি সুধার,
তাহার অধেতে খর্পর ধারণ॥

বিলম্ব উদরী বিলোল রসনা,
নর অস্থিপঞ্চ ভাল সুশোভনা।
মহাবিদ্যা তারা বিষ্ণুদর্পহরা,
তারার তনয়ে বিতর চরণ॥ ৬

ষোড়শী। (৩)

মিশ্রখাম্বাজ —ঠুংরী।

ষোড়শী জননী রাজরাজেশ্বরী।
বিশাল সাম্রাজ্য বিশ্বের ঈশ্বরী॥

বিধি বিষ্ণু ঈশ শ্রীরুদ্র ঈশান,
পঞ্চপ্রেতশিরে আসীন সুন্দরী॥

শত সৌদামিনী জিনিয়া বরণ,
বাম অঙ্গে শোভে লোহিত বসন।
অর্দ্ধ ইন্দু ভালে চন্দ্রমা শোভন,
সুনীল লোচন ভব মনোহারী॥

ধনু তীক্ষ্ণ শর পাশাঙ্কুশ আর,
শোভিত মায়ের চারু চারি কর।
সৃষ্টি স্থিতি লয় রাজকার্য্য হয়,
কৈলাসে সদয় হওগো শঙ্করী॥ ৭

ভুবনেশ্বরী। (৪)

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

ভুবন ঈশ্বরী তুমি ভুবনেশ্বরী জননী।
কাল ভয় বিনাশিনী সিত কমলবাসিনী॥
রক্তবর্ণ কলেবর, যেন নব বিভাকর,
ভালে শিশু সুধাকর, সুনীল তিন লোচনী॥

পাশাঙ্কুশাভয়বর, শোভা করে চারুকর,
সতত আনন্দময়ী, শব্দ ব্রহ্ম স্বরূপিণী।
দীন হীন শ্রীকৈলাসে, মহামায়া মায়াপাশে,
দয়া করে মুক্ত কর, মুক্তি মোক্ষ প্রদায়িনী॥৮

ভৈরবী। (৫)

খাম্বাজ—একতালা।

নবীন তপন নিন্দিত বরণ।
ভৈরবী জননী করি দরশন॥
লোহিত কমল বিমল আসন,
নরশির মালা গলে সুশোভন॥
রঞ্জিত রুধির পীন পয়োধর,
যাহা পান করে সুরাসুর নর।
তিন নীলোৎপল নয়ন উজ্জ্বল,
শিশু সুধাকর ললাট শোভন॥

অক্ষমালা পুথি বরাভয় তথি,
চারি করে দেবী করেছে ধারণ।
রতন মুকুট শির বিভূষণ,
তারাসুত দীন প্রণমে চরণ ॥৯

ছিন্নমস্তা। (৬)

মূলতান—ঠুংরী।

এ ভীষণ রূপ মাগো! কেন করেছ ধারণ।
বিকৃতি আকৃতি হেরি চমকিত ত্রিভুবন ॥
হইয়ে মা উনমত্তা, হয়েছ গো ছিন্নমস্তা;
রুধিরে হয়েছে মাগো লোহিতাঙ্গ নিমগন ॥
ডানি করে অসি ধরে, নিজ মুণ্ড বামকরে;
আপন রুধির শিবে! নিজে কেন কর পান।
রুধির পীযূষ জ্ঞানে, পান কর প্রীত মনে;
অন্য দ্বি রুধির ধারা যোগিনীকে কর দান ॥
এ কি গো মা চমৎকার, উপবীত বিষধর;
ছিন্নগলে মুণ্ডমালা চমৎকার আভরণ।

বিপরীত করে রতি, রতি আর রতিপতি ;
তাহার উপরে মাগো ! নৃত্য কর কি কারণ ॥
উজ্জ্বল লোচন তিন, ভালে শশী সুশোভন ;
তব লীলা কে বুঝিবে ছিন্নমস্তা বিবসন।
পরপ্রীতে দিয়ে শির, পদে মর্দ্দি কামবীর ;
অতীব আশ্চর্য্য শিক্ষা কৈলাসে করেছ দান ॥ ১০ ॥

ধূমাবতী। (৭)

বেহাগ—আড়া।

কাঙ্গালিনী বেশ তব, হেরি মাগো কি কারণ।
কাকধ্বজ ভগ্নরথ করিয়াছ আরোহণ ॥
জীর্ণ শীর্ণ কলেবর, বর্ণ তব ধূম্রাকার,
লোলিত লম্বিত স্তন, কাঁপিতেছে ঘন ঘন ॥
স্বামী তব মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যু যাঁরে করে ভয় ;
কেমনে বিধবা হলে, নাহি তব আভরণ।
খেতে পার ত্রিজগত, তবে কেন ক্ষুধা এত ;
কেন মাগো বাম করে, কুলা করেছ ধারণ ॥

পরিধান জীর্ণ বাস, বিকট হাসি কেন হাস ;
ধূমার বরণ তব, হল মাগো কি কারণ।
করিতে ক্ষুধার নাশ, মহেশে করিলে গ্রাস ;
আশ্চর্য্য বিধবা রূপ, হেরি কি গো সে কারণ॥

কেন পতি নাশ কর, পুন তাঁরে সৃষ্টি কর ;
তব লীলা বুঝে মাগো, বিশ্বে নাহি হেন জন।
বলে দাস শ্রীকৈলাস, ত্যজ ধূমাবতী বেশ ;
অন্নপূর্ণা হয়ে কর, বিশ্বে অন্ন বিতরণ॥ ১১॥

বগলা। (৮)

খাম্বাজ—একতালা।

কষিত কাঞ্চন জিনিয়া বরণ।
অপরূপ রূপ করি দরশন॥

বগলা জননী বিশ্ব বিমোহিনী ;
গলে পীতমালা সুপীত বসন॥
সুধার সাগর নয়ন রঞ্জন,
শোভিছে তাহাতে মন্দির রঞ্জন।

তাহে রত্নবেদী রতন আসন,
আসীন বগলা ভূষিত ভূষণ ॥
কমললোচন উজ্জ্বল ভীষণ,
যেমন অনল চন্দ্রমা তপন।
সুন্দর ললাট শশাঙ্ক ভূষণ,
সুধাকর নিন্দি সুন্দর বদন।
দনুজ রসনা করিয়ে ধারণ,
প্রহারে উদ্যত মুদ্গর ভীষণ।
প্রণমে তোমায় গোলোকনন্দন,
কর মা বগলে দুঃখ বিমোচন ॥ ১২ ॥

মাতঙ্গী। (৯)

খাম্বাজ—একতালা।

উজ্জ্বল শ্যামল সুন্দর বরণ।
মাতঙ্গী জননী জগত কারণ ॥
রূপ মনোহর ভুবন মোহন ;
সৌদামিনী রাশি শ্রীঅঙ্গে কিরণ ॥

তিনটী লোচন নীলোৎপল যেন,
ভালে শিশুইন্দু বিচিত্র শোভন।
মহাঘনকাল কুটিল কুন্তল,
শিরে সমুজ্জ্বল কিরীট ভূষণ॥
অসি চর্ম্ম পাশ অঙ্কুশ ধারণ,
চতুর্ভুজা দেবী লোহিত বসন।
জগত আরাধ্য জগত জীবন,
শ্রীদীন কৈলাসে প্রণমে চরণ॥ ১৩॥

কমলা। (১০)

ললিত—আড়া।

কেরে মা কমলাসনে কমলদল বাসিনী।
কমলা কমল করে, কমল দ্বয় ধারিণী।
তপ্ত স্বর্ণ জিনি প্রভা,
নিরুপম অঙ্গ আভা।
ভক্তজনে বরাভয়, তুমি মাগো প্রদায়িনী॥

রক্ত বস্ত্র পরিধানা,
বিমল কমলাননা ;
কমল তিন নয়না, শিরে কিরীট শোভিনী।
নিতম্ব চুম্বিত বেণী,
যেন কাল ভুজঙ্গিনী ;
কটিতটে শরাসন, মহালক্ষ্মী স্বরূপিণী।
শুভ্র যেন হিমগিরি,
চতুর্দ্দন্ত চারি করী ;
রত্ন ঘটে সুধা ঢালি, অভিষেক করে শিবানী।
জননী কমলাম্বিকে,
ত্রিজগত আরাধিকে ;
দীন কৈলাসের হৃদি-পদ্মপ্রকাশ কারিণী ॥ ১৪ ॥



অবতার।

ভগবতী বাক্য :—

স্তোত্র দ্বেষী দানবেরে করিতে নিধন।
রুদ্র যবে করিলেন কার্ম্মুক গ্রহণ॥
স্বীয় শক্তি সে ধনুকে করিয়ে সঞ্চার।
ত্রিপুর দানবে আমি করিনু সংহার॥
সাধুদের রক্ষা হেতু শুন বৎস তুমি।
সমর প্রাঙ্গণে সদা নৃত্য করি আমি॥
ওতপ্রোত ভাবে আমি প্রবেশ করিয়া।
অন্তরে বাহিরে বিশ্ব রেখেছি ধরিয়া।

শ্রীশ্রীদেবীসূক্ত। ৬ঋক্। (ঋগ্বেদ, ১০মঃ।)

ভগবদ্বাক্য :—

অধর্ম্মের অভ্যুদয় ধর্ম্মের গেলানি।
যখন যখন হয় শুনহে ফাল্গুনি॥
সাধু পরিত্রাণ আর দুষ্কৃত নিধন।
সাধিতেই করি আমি আমাকে সৃজন॥
(কাল উপযোগী) ধর্ম্ম করিতে স্থাপন।
যুগে যুগে করি আমি জনমগ্রহণ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৪ অঃ; ৭।৮ শ্লোক।

অবতার।

পশুঃ শক্তিঃ শিবঃ শক্তিঃ শক্তির্ব্রহ্মা জনার্দ্দনঃ।
শক্তিরিন্দ্রো রবিঃ শক্তিঃ শক্তিশ্চন্দ্রো গ্রহা ধ্রুবম্।
শক্তিরূপং জগৎ সর্ব্বং যো ন জানাতি নারকী॥
শিবাগম।

তারাদেবী মীনরূপা বগলা কূর্ম্মমূর্ত্তিকা।
ধূমাবতী বরাহঃ স্যাৎ ছিন্নমস্তা নৃসিংহিকা॥
ভুবনেশ্বরী বামনঃ স্যাৎ মাতঙ্গী রামমূর্ত্তিকা।
ত্রিপুরা জামদগ্ন্যঃ স্যাৎ বলভদ্রস্তু ভৈরবী॥
মহালক্ষ্মীর্ভবেৎ বুদ্ধো দুর্গা স্যাৎ কল্কিরূপিণী।
স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণ মূর্ত্তি——॥
তোড়লতন্ত্র, ১০ উল্লাস।

কৃষ্ণ (কালী)।

(১)

ঝিঝিট—কাওয়ালী।

কালী কৃষ্ণ ভেদজ্ঞান করোনারে মূঢ়মন।
যিনি কালী তিনি কৃষ্ণ ব্রজ গোপীর জীবন॥

নরশির হাড় দুলে, কভু ফুল মালা গলে,
অসি ত্যজে করে বাঁশী ভুলাতে গোপীর মন ॥
নরকর কটী বেড়া, কভু পরে পীতধড়া,
মুক্ত কেশ বেঁধে শিরে মোহন চূড় কখন।
ত্যজিয়ে বালক শশী, তিলক অলকারাশি,
তিলকে তৃতীয় নেত্র শ্যামা করেছে গোপন ॥
কভু শিব হৃৎকমলে, কভু রাধা পদমূলে,
কভু করে প্রেমলীলা, কভু জ্ঞান-দরশন।
জ্ঞান প্রেম ঐক্য করে, দেখহে হৃদি মন্দিরে,
কৈলাস অভেদ ভেবে সার করেছে ও চরণ ॥ ১৫ ॥

(২)

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাপতাল।

করিলে প্রেমের লীলা করালী শ্রীবৃন্দাবনে।
প্রকৃতি পুরুষ হল তোষিতে হরের মনে ॥*
প্রকৃতি পুরুষ এক, মানস নয়নে দেখ,
শিব শিবা রাধা শ্যাম, অভেদ অভেদ জ্ঞানে।

* মহাভাগবত পুরাণ দ্রষ্টব্য।

মূলে এক অপরূপ, লীলায় যুগল রূপ।
খেলিছে মা ব্রহ্মশক্তি, পরম ব্রহ্মের সনে॥

ত্যজিয়ে জ্ঞানের অসি, বাজালে প্রেমের বাঁশী ;
খেলিলে বিচিত্র খেলা প্রেমের মূরতি সনে।
ছিলে শিব হৃৎকমলে, পল্লে রাধা পদতলে ;
ভক্তির মহিমা শ্যাম দেখালে নিকুঞ্জবনে॥ *

শিব জীব শ্রীরাধিকে, কৃষ্ণ ব্রহ্ম মা কালিকে ;
সংসার বিষম পাশ আয়নকে ভেব মনে।
ব্রজলীলা এই ভাবে, কৈলাস দেখেছে ভেবে ;
হয়েছে অভেদ জ্ঞান গুরুর কৃপার গুণে॥ ১৬॥

---

* নিকুঞ্জবনের অপর নাম সেবাকুঞ্জ ; এই কুঞ্জমধ্যে ভগবান শ্রীমতীর পদ সেবা করিয়াছিলেন।

দশাবতার।

মৎস্য (তারা)। ১।

খাম্বাজ—একতালা।

গ্রাসিতে মেদিনী উথলে সাগর।
তরঙ্গে তরঙ্গ খেলে নিরন্তর॥
সলিলে নাশিছে জঙ্গম স্থাবর,
খেলিছে আনন্দে কুম্ভীর হাঙ্গর॥
মরিছে ভাসিছে জীব জন্তু সব,
নাহি কোলাহল নাহি অন্য রব।
কেবল গর্জ্জিছে করি ভীম রব,
প্রলয় পয়োধি বারি নিরন্তর॥
রাখিতে মানবে ইচ্ছিলা জননী,
তারা দেবী মীন হইলা আপনি।
মৎস্য রূপী মাতা ভীম কলেবর,
শিরে শোভে এক শৃঙ্গ মনোহর॥

মনুরে ডাকিয়া কৈলা মহেশ্বরী,
এস বাছা তব পত্নী সঙ্গে করি।
বাঁধ তব তরী শৃঙ্গে দৃঢ়তর,
প্রলয় দেখিয়ে হ'ওনা কাতর॥

বাঁধিলেন তরী জনক মানব,
উথলিলা সিন্ধু করি ভীম রব।
গর্জ্জিয়ে গ্রাসিলা মেদনী ভূধর,
প্রলয় সলিলে ডুবে চরাচর॥

প্রলয় সলিলে খেলিছে জননী,
শৃঙ্গে বাঁধা সুধু মনুতরী খানি।
গত হল মাস যুগ যুগান্তর,
নিবর্ত্তিলা জল ক্রমে তদন্তর॥

হিমগিরি শৃঙ্গ এক উঠে ভাসি,
মনুরে তখন কহিছে মহেশী।
বাঁধ এই সঙ্গে তরণী তোমার,
তিষ্ঠ বাছা হেতা কিছু কাল আর॥

মৎস্য রূপী মাতা হল তিরোধান,
পত্নী সহ মনু পাইলেন ত্রাণ।
ভব সিন্ধু হেরি হয়েছি কাতর,
তারাসুতে তারা তাহে পার কর ॥ ১৭ ॥

কূর্ম্ম (বগলা)। ২।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ।

বিশাল ধরণী পৃষ্ঠে করিতে বহন।
করিলেন মা বগলা কচ্ছপ রূপ ধারণ ॥
বহিতে ধরণী ভার, আর শক্তি আছে কার,
তেই মহাশক্তি ধরা পৃষ্ঠে করেছে গ্রহণ ॥
মতান্তরে এই বলে, সমুদ্র মন্থন কালে,
মন্দর মন্থন দণ্ড কূর্ম্ম করিলা বহন।
অধম কৈলাস-ভার, বল কে লইবে আর,
তেই নিয়েছি মাগো তব চরণে শরণ ॥ ১৮ ॥

বরাহ (ধূমাবতী)। ৩।

কাফি—যৎ।

জলমগ্না ধরণীকে করিতে উদ্ধার।
হইলেন ধূমাবতী বরাহ অবতার॥
প্রজাপতি নাসা হ'তে হইলা বাহির,
শূকর শাবক এক অঙ্গুষ্ঠ আকার॥
ক্রমে বৃদ্ধি কলেবর, যেন কোটী মহীধর,
সিন্ধুনীরে ডুবে বরা' করি সিন্ধু তোল পাড়।
গজদন্তে পদ্ম যেন, বরা-দন্তে ধরা হেন,
নিয়ে উঠে সিন্ধু হ'তে করি ভীম হুহুংকার॥
তব পাদপদ্ম ভুলে, ডুবে আছি সিন্ধুজলে,
তুমি বিনে হে বরাহ বল কে করে উদ্ধার।
ভব ভীম পারাবার, পদনখে কর পার,
গাবে সদা তারাসুত বরাহের জয়কার॥ ১৯॥

নৃসিংহ (ছিন্নমস্তা)।৪।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—যৎ।

হইলেন মা ছিন্নমস্তা বিকৃতি আকার।
অৰ্দ্ধনর অর্দ্ধপশু নরসিংহ অবতার॥

রাখিতে ভক্তের মান, স্তম্ভ মধ্যে অধিষ্ঠান,
বাহিরিলা বিশ্বমাতা রূপ অতি চমৎকার॥

হিরণ্যকশিপু দৈত্য পদ্মযোনি-বরে মত্ত,
স্বর্গ মর্ত্ত্য আদি করি করিলেন অধিকার।
তার পুত্র গুণধাম ভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদ নাম,
হইবে কি হেন ভক্ত ধরাতলে পুন আর (?)॥

জবা যেন যুগ্মনেত্র ক্রোধে কম্পান্বিত গাত্র,
পুত্র প্রতি বলে দৈত্য শুন ওরে কুলাঙ্গার।
মহাদুষ্ট চক্রধারী মম কুল চির অরি,
তার প্রতি তোর ভক্তি এ কেমন ব্যবহার॥

বধিতে পুত্রের প্রাণ হল দৈত্য যত্নবান,
করাইল বিষপান ভক্ত স্মরে ভগবান।
অনলেতে নাহি মরে ভাসে ভক্ত সিন্ধুনীরে,
ক্রোধে জ্ঞান হারাইল দুষ্ট দিতীর কুমার॥

বলে দৈত্য পুত্র প্রতি কহ ওরে দুষ্টমতি,
আছে কিরে মম শত্রু এই স্তম্ভের মঝার।
বিনয়ে প্রহ্লাদ কয় পিতঃ! তিনি বিশ্বময়,
তাঁহা বিনে চরাচরে অণুমাত্র নাহি আর॥

দৈত্যরাজ ক্রোধভরে স্তম্ভে পদাঘাত করে,
দারুণ আঘাতে স্তম্ভ হয়ে গেল চূরমার।
বাহিরিলা দৈত্যরিপু নরপশু একবপু,
ধরিলেন দানবেরে করি ভীম হুহুঙ্কার॥

নখাঘাতে বক্ষঃ চিরি দৈত্য রক্ত পান করি,
করিতে লাগিল মাতা সিংহনাদ ভীমাকার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল কাঁপিতেছে জল স্থল,
সুরাসুর নরগণ ত্রাসে করে হাহাকার॥

তবে ভক্ত চূড়ামণি জোড় করি দুই পাণি,
বলিলেন "দয়াময়! দাসে করুণা অপার।
আমি দীন ক্ষুদ্রদাস, মম তরে সৃষ্টিনাশ,
করোনা জগদাবাস, ক্রোধ কর পরিহার॥"

স্তবে তুষ্ট নরপশু, বলে শুন "রাজশিশু,
ভকতবৎসল নাম বৃথা নহেরে আমার।
ভক্তের মঙ্গল তরে, আমাকে সৃজন করে,
করি আমি সদা বৎস দুষ্ট দুষ্কৃত সংহার॥

ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করি, ভক্ত সঙ্গে সদা ফিরি,
ভক্তজনে নিয়ে কোলে করি ভব সিন্ধু পার।
চাও ইচ্ছা যেই বর, দিব আমি সেই বর,
ভক্তকে অদেয় কিছু বাছা নাহিরে আমার॥"

"চাহিনা ইন্দ্রত্ব পদ, ঐশ্বর্য্য সুখ সম্পদ,
প্রহ্লাদেরে কর দাস সদা চরণে তোমার।"
কহিলেন নরপশু, বাঞ্ছা পূর্ণ হবে শিশু,
কিছুকাল বহ তুমি বিশাল রাজ্যের ভার॥

লহ এবে রাজপদ, অন্তে পাবে মোক্ষপদ,
তোমাপ্রতি মম কৃপা থাকিবেরে অনিবার।"
ভক্তিহীন তারাসুত হয়েছি শরণাগত,
দাস করে রাখ পদে নরসিংহ অবতার ॥ ২০ ॥

বামন (ভুবনেশ্বরী)। ৪।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

ভুবন-ঈশ্বরী হল অতিখর্ব্ব অবতার।
অদিতির গর্ভে জন্ম ক্ষুদ্র কশ্যপকুমার ॥
প্রহ্লাদ-বংশজ বলি ভুজবলে মহাবলী, *
ভক্তের কুলজ ভক্ত সর্ব্ব গুণের আধার ॥

জয় করি শচীপতি বলি হল সুরপতি,
ভুজবলে কাড়ি নিল দেবতার অধিকার।
দেবরাজ্য উদ্ধারিতে ভক্তের বাঞ্ছা পূরাতে,
হইলেন বিশ্বমাতা খর্ব্ব রূপ চমৎকার ॥

* প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, বিরোচনের পুত্র বলি।

কল্পতরু বলি তুমি দেও হে ত্রিপাদ ভূমি,
আসি কন যজ্ঞ স্থলে ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ কুমার।
বলি কন দিনু আমি, লহ তুমি দ্বিজস্বামী,
বাক্যের অন্যথা প্রভু কভু নহিবে আমার॥

ত্যজিয়ে বামনরূপ ধরিলা বিশাল রূপ,
দুই পদে স্বর্গ মর্ত্ত করিলেন অধিকার।
কহিলেন মোক্ষপদ, কোথা রাখি অন্যপদ,
দেখাইয়া মোরে বলি হও তুমি সত্যে পার॥

মম শিরে রাখ পদ তুচ্ছ হবে রাজ্যপদ,
অবহেলে হব পার আমি ভব পারাবার।
বলি শিরে রাখি পদ কহিলেন মোক্ষপদ,
নিজপুরে গিয়ে তুমি লহ এবে রাজ্যভার॥

অন্য কল্পে বৎস তুমি হইবে ত্রিদিবস্বামী,
এ কল্পে না হবে তব ইন্দ্রপদ অধিকার।
যাও হে পাতাল পুরী, হইব তোমার দ্বারী,
ভক্তি ডোরে বদ্ধ হয়ে করিনু এ অঙ্গীকার॥

জয় মাতঃ বিশ্বেশ্বরী শ্রীবামন রূপধারী,
ধন্য ধন্য ভক্ত বলি, ভক্ত কুল অলঙ্কার।
দীনহীন তারাসুত, মাতৃপদে অবনত,
নিজগুণে কর দয়া (আমি) ভক্তিহীন দুরাচার ॥২১॥

রাম (মাতঙ্গী)। ৬।

আশাবরি—ঝাঁপতাল।

ধন্য ধন্য রামচন্দ্র দশরথ নন্দনং। *
নব দূর্ব্বাদল শ্যাম জগতের জীবনং ॥
দশরথ কৌশল্যার বাঞ্ছাপূর্ণ কারণং।
মাতঙ্গী তপন কুলে কল্লে জন্ম গ্রহণং ॥
হর ধনু ভঙ্গ করি সীতা পাণি গ্রহণং,
পিতৃসত্য পালিবারে বনে তব গমনং।
জনক নন্দিনী সঙ্গে ঠাকুর শ্রীলক্ষ্মণং,
বনে মধ্যে জানকীরে হরে নিল রাবণং ॥

---

* ব্যাকরণের পণ্ডিত মহাশয়গণ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

বালি বধি সুগ্রীবেরে কল্লে রাজ্য প্রদানং,
ভক্তি লভি ধন্য হল অঞ্জনার নন্দনং।
বানর ভল্লুক নিয়ে কল্লে সেতু বন্ধনং,
দেব বাঞ্ছা পূর্ণ হেতু দশস্কন্ধ ঘাতনং॥

বিভীষণে লঙ্করাজ্যে করিলে হে স্থাপনং,
জানকী উদ্ধার করি নিজপুরে গমনং।
জয় জয় রামচন্দ্র বন্দি তব চরণং,
কাঙ্গালের হৃদে কর ভক্তিবীজ বপনং॥২২॥

জামদগ্ন্য (ত্রিপুরা)।৭।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

কুঠার লইয়ে এল ক্ষত্রি কুল বিনাশিতে।
ত্রিপুরা জননী শ্যামা পরশুরাম রূপেতে॥

দুরন্ত হয়েছে বর্ম্মা, নাহি মানে বেদ শর্ম্মা,
ব্রাহ্মণ প্রাধান্য রাম আসিলেন স্থাপিতে॥

অর্জ্জুন সহস্রবাহু, ব্রাহ্মণ শশাঙ্ক রাহু,
সে রাহু বধিলা রাম ভীষণ কুঠারাঘাতে।
ত্রিসপ্ত একুশবার, করিয়ে ক্ষত্রি সংহার,
রুধিরে তর্পণ কৈলা পিতর গণে তুষিতে॥

ব্রহ্মকুণ্ড পূত বারি, আনিলা গিরি বিদারি,
হইল পবিত্র বঙ্গ নদরাজ সলিলেতে।
অশোক অষ্টমী স্নানে, যাবে নর মোক্ষধামে,
করিলেন এ বিধান কলি কলুষ নাশিতে॥ ২৩॥

বলরাম (ভৈরবী)। ৮।

যোগিয়া—একতালা।

হরিতে অবনীভার বলরাম অবতার।
শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজরূপে বসুদেবের কুমার॥
ত্যজি নর শির মালা, পরিলে কুসুম মালা,
হল নিয়ে অক্ষমালা করিলেহে পরিহার॥

বাল্যকালে ব্রজলীলা, যৌবনে মথুরা খেলা,
কংশাসুরে বধ করি উগ্রসেনে রাজ্যভার।
বৃদ্ধি করি যদুবংশ, অবশেষে করি ধ্বংস,
মর্ত্ত্যলীলা শেষ করি খণ্ডিলে অবনী ভার॥

নিত্যানন্দ দয়াপূর্ণ, সেই রাম অবতীর্ণ,
মার খেয়ে প্রেম দেয় নবদ্বীপে চমৎকার।
সেই রাম নিত্যানন্দ দয়াময় প্রেমানন্দ,
কেশে ধরে কর প্রভু কাঙ্গালেরে ভবে পার॥২৪॥

বুদ্ধ (কমলা)। ৯।

ললিত—আড়া।

জীবহত্যা দেখি বুঝি কাঁদিল মায়ের প্রাণ।
শাক্যবংশে তেঁই হল কমলার অধিষ্ঠান॥

বিশুদ্ধ তপন কুলে, দ্বিতীয় তপন ছলে,
উদিলা জ্ঞানের রবি হয়ে দয়া মূর্ত্তিমান॥

নরমেধ অশ্বমেধ, গবযজ্ঞ অজামেধ,
যজ্ঞ ছলে জীবহত্যা হতেছিল অবিরাম॥

যায় ধরা রসাতলে, নরের পাপের ফলে,
নিবারিতে এলা বুদ্ধ শুদ্ধ-ওদন সন্তান ॥

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের রীতি, বৈষম্য সমাজনীতি,
দেখিয়ে কাঁদিয়াছিল সিদ্ধার্থের মন প্রাণ।
নিন্দিলেন বেদবিধি, যজ্ঞ রাক্ষসের বিধি,
সর্ব্ব বর্ণে সমভাবে প্রচারিল বুদ্ধ জ্ঞান ॥

অহিংসা পরমধর্ম্ম, প্রচারিলা এই মর্ম্ম,
ধর্ম্মের ব্যবসাদার, হইলেন হতমান।
জ্ঞানময় বৌদ্ধ ধর্ম্ম, নির্গুণোপাসনা মর্ম্ম,
হিংসুকে করিল তাঁরে নাস্তিক উপাধি দান ॥

শর্ম্মা, বর্ম্মা, বৈশ্য, শূদ্র, তুল্য ধনী সুদরিদ্র,
সর্ব্বপ্রতি সমভাবে করিলে হে প্রেমদান।
জীবে দয়া শিখাইলে, নবরাজ্য প্রতিষ্ঠিলে,
বুদ্ধরূপী হে কমলে তারাসুতে কর ত্রাণ ॥২৫ ॥

কল্কি (দুর্গা)। ১০।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

বিষ্ণুযশা গৃহে দুর্গা হইবেন অবতার।
কল্কি রূপে, রাজ দস্যু গণে করিতে সংহার॥
পৃথিবী লুণ্ঠন কারী, নামে রাজা সর্ব্ব অরি,
দানবের অবতার ভবে যত দুরাচার॥
সম্ভল গ্রামেতে ঘর, বিষ্ণুযশা দ্বিজবর,
তাহার তনয় কল্কী রূপে গুণে চৎকার।
অণিমাদি গুণশালী, ভুজবলে মহাবলী,
আরোহিয়ে দেব অশ্বে খণ্ডিবে অবনী ভার॥
বিচরিয়ে ধরাতলে, তীক্ষ্ণ ভীম করবালে,
রাজ চিহ্ন ধারী দস্যু করিবেন চুরমার।
পুষ্যাতে হইবে ভোগ, তিন গ্রহে মহাযোগ,
সত্য যুগ হবে পুন না রহিবে পাপভার॥

নির্ম্মল হইবে হৃদি, নাহি রবে পাপ বিধি,
সুরাসুর নরে গাবে জয় কল্কি জয়কার।
জয় মাতঃ দশভুজে, নমি তব পাম্বুজে,
এবার কর মা দুর্গে কাঙ্গালেরে ভবে পার॥২৬॥

অবতার পরিশিষ্ট।

চৈতন্য (শ্রীকৃষ্ণ)।
নিত্যানন্দ (বলরাম)।

মিশ্র পরজ—একতালা।

অদ্বৈত লইয়ে সঙ্গে এল দুটী ভাই॥
দয়াল নিতাই আর চৈতন্য গোঁসাই॥
নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য, দুই কভু নাহি ভিন্ন,
অদ্বৈত মিলন যথা হরি হর এক ঠাই॥

প্রেম দয়া শূন্য বঙ্গ, বহিছে সুরা তরঙ্গ,
"ম" কারে মাতিল বঙ্গ আর বুঝি রক্ষা নাই।
মাতৃভাবে উপাসনা, হয়ে পড়্‌ল বিড়ম্বনা,
জীবহত্যা ব্যভিচার অনিবার দেখ্‌তে পাই॥

তেই প্রভু রামহরি, এল দুটী দেহ ধরি,
স্থাপিলা প্রেমের রাজ্য নব ভাবে দুই ভাই।
ভকত রমণী সতী, পুরুষ গোবিন্দ পতি,
বিরহের অশ্রুধারা দেখালে গৌর নিতাই॥

রাধা ভাবে হয়ে মত্ত, বলে কোথা প্রাণনাথ,
দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ নহিলে প্রাণ হারাই।
তুমি হে প্রাণের প্রাণ, ওহে নব ঘন শ্যাম,
তব পদে সঁপে প্রাণ কুল মুখে দিনু ছাই॥

কাঁদিলে কাঁদালে গৌরা, হয়ে প্রেমে মাতোয়ারা,
এমন আদর্শ আর বিশ্বে না দেখিতে পাই।
জীবে দয়া শিখাইলে, নামে রুচি সঞ্চারিলে,
জয় জয় শ্রীচৈতন্য, জয় জয় শ্রীনিতাই॥ ২৭॥

রামকৃষ্ণ।

ঝিঝিট খাম্বাজ—একতালা।

তনয় রূপেতে এল মাতৃভক্তি শিখাইতে।
দয়াময় রামকৃষ্ণ প্রেমানন্দ নিয়ে সাথে॥
অদ্বৈত কুলের রবি, বিজয় উজ্জ্বল ছবি,
আসিলেন সেই সঙ্গে ;—সমন্বয় দেখাইতে॥
হিন্দু খৃষ্ট মুসলমান, সর্ব্বপ্রতি সমজ্ঞান,
হিংসা দ্বেষ দলাদলি বৃথা দ্বন্দ্ব নিবারিতে।
বিকৃত মাধুর্য্য ভাব, করি নিলা শুদ্ধ ভাব,
"ম"কার বর্জ্জন কৈলা মাতৃরূপ সাধনাতে॥
যাবেনা যাবার নয়, অহংতত্ত্ব দৃঢ় হয়,
জ্ঞানমার্গ অতি রুক্ষ কঠোর সাধন পথে।
ভক্তিকে আশ্রয় কর, শক্তিপদ সার কর,
পাইবেরে মোক্ষপদ মায়ের কৃপাবলেতে॥

হিন্দু খৃষ্ট মুসলমান, পরিহরি ভেদজ্ঞান,
ভ্রাতৃভাবে এস সবে সুধু ভক্তি নিয়ে সাথে।
আল্লা গড্ কৃষ্ণ কালী, সব এক মুণ্ডমালী,
যে নামে সেনামে ডাক কোন বাধা নাহি তাতে॥

কোথা প্রভু দয়াময়, কাঙ্গালে হও সদয়,
দেও ভক্তি পরিমল মম হৃদি পঙ্কজেতে।
দেও প্রভু চক্ষু খুলে, দেখিব হে কুতূহলে।
মায়ের রাতুল পদ অনিমেষ নয়নেতে॥ ২৮॥

শিব-সঙ্গীত।

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং॥

শিব-সঙ্গীত।

(১)

খট ভৈরবী—একতালা।

তুমি, বিপদভঞ্জন ত্রিপুরারি।
দয়ার সাগর করুণা নিধান,
পতিত পাবন ভবে ত্রাণ কারী॥

দেবের দেবতা দেবকুল পতি,
বৃষভ বাহন অঙ্গেতে বিভূতি;
শ্মশানে বসতি ওহে পশুপতি,
নিজে সর্ব্বত্যাগী হয়েছ ভিখারী॥

আদর্শ পুরুষ দেবের প্রধান,
পরে দিয়ে সুধা নিজে বিষ পান;
কে করে জগতে তুমি বিনে নাথ,
মঙ্গল স্বরূপ শিবনাম ধারী॥

তুমিহে জনক তুমিহে জননী,
তব স্নেহ সুধা বহে প্রবাহিনী ;
হয়েছে জগতে প্লাবিত সে বারি,
কাঙ্গালে বঞ্চিত করোনা কামারি ॥ ২৯ ॥

(২)

বেহাগ—চৌতাল।

দেব দেব যোগেশ্বর শম্ভু মহেশ মহেশ্বর।
ত্রিপুর সূদন কাম দমন শশী শেখর হর ॥
পরিধান গজছাল, দুলে গলে হাড় মাল।
বম বম বাজায়ে গাল, শিব করুণা সাগর ॥
বিভূতি ভূষিত অঙ্গ, ভূষণ গলে ভুজঙ্গ,
বৃষভ বাহন হর মহাদেব পিনাক ধর।
শিরে গঙ্গা কুলু কুলু, যোগে আঁখি ঢুলু ঢুলু,
তারাসুতে ত্রাণ কর দয়াময় গঙ্গাধর ॥ ৩০ ॥

(৩)

খাম্বাজ—একতালা।

মহেশ শঙ্কর কৈলাস বিহারী।
মঙ্গল বিধাতা ভয় দুঃখ হারী॥
পুরুষ প্রধান ত্রিগুণ কারণ,
দেব আশুতোষ ত্রিশূল ধারী॥
রজত অচল সম কলেবর,
ভালে সুধাকর গলে হাড় হার;
করে মৃগবর দেব গঙ্গাধর,
প্রসীদ কাঙ্গালে ভব ত্রিপুরারি॥ ৩১॥

(৪)

পিলু বারোয়া—যৎ।

গিরিজা বল্লভ দেব, পতিত পাবন,
পতিত জনের প্রভু! তুমি হে শরণ॥

মঙ্গল বিধাতা তুমি, পুরুষ প্রধান,
বিশ্ববীজরূপে তুমি সৃষ্টির কারণ।
সদানন্দ শিব তুমি, জীবের জীবন,
ওতপ্রোত ভাবে বিশ্ব করেছ ধারণ।
দয়ার সাগর বিভু, দেব পঞ্চানন,
লোক শিক্ষা হেতু তুমি স্বয়ং যোগীজন।
ভকত বৎসল প্রভু, করুণা নিধান,
ভক্ত রক্ষা হেতু তব হলাহল পান।
কৈলাস কাঙ্গাল অতি, দীন হীন জন,
পাশমুক্ত কর তারে ব্রহ্ম সনাতন॥ ৩২॥



ষট্‌চক্রভেদ।

নিদ্রা ভাঙ্গে যার ঠাই, তার আর নিদ্রা নাই,
থাকে জীব, শিব কর তারে॥
মুক্তি কন্যা তারে ভজে, সেকি আর বিষয়ে মজে,
পুনরপি আসিয়ে সংসারে।
আজ্ঞা চক্র করি ভেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ,
হংসীরূপে মিল হংসবরে॥

রামপ্রসাদ।

ষট্‌চক্রভেদ।

(১)

সংক্ষিপ্ত।

ললিত—আড়া।

কত আর নিদ্রা যাও মাগো কুল কুণ্ডলিনী।
প্রসুপ্ত ভুজঙ্গ রূপে আধার-পদ্ম বাসিনী॥

স্বয়ম্ভূতে সুনিদ্রিতা, পীযুষ পানেতে রতা,
কালত্রয়ে গিরিসুতা, ডাকি তোরে ও জননী॥

কালনিদ্রা পরিহরি, ওঠ মাগো দয়া করি,
রক্ষা কর কুতনয়ে, সপ্ত চক্র বিহারিণী।
গচ্ছ ব্রহ্মনাড়ী পথ, স্বাধিষ্ঠানে হও উদিত,
মণিপুর, অনাহত, ভেদ কর ও শিবানী॥

বিশুদ্ধ শুদ্ধ কমল, আজ্ঞা পদ্ম দুই দল,
ভেদ করি যাও শিবে, সহস্রদল বাসিনী।
যাও মাগো সহস্রারে, পাবে তথা হংসবরে,
ইচ্ছা সুখে কেলী কর, মহাহংসী স্বরূপিণী॥

হংসে হংসী যোগ হবে, চিদানন্দ পূর্ণ হবে,
সহস্রার চ্যুতামৃত, * বহিবেক প্রবাহিনী।
সে প্রবাহে করি স্নান, সে অমৃত করি পান,
গাবে সদা তারাস্তুত, জয় ব্রহ্ম সনাতনী॥ ৩৩॥

(২)

বিস্তৃত।

ভৈরবী —যৎ।

আছ মা আছ মা উমা বিমল হৃদয়াসনে।
না হেরিগো তোমা শিবে, পরম শিবের সনে।
আমার হৃদি আসন, তোমার চির আসন;
সে আসন শূন্য হেরি, বল মাগো কি কারণে॥
নেত্র আছে নেত্র হীন, হইয়াছি দৃষ্টি হীন;
অন্ধভাব দূর কর, দিব্য নেত্র প্রকাশনে॥
মেরু দণ্ড দুই পাশে, ইড়া পিঙ্গলা নিবাসে,
তাহার মধ্যেতে মাগো, সুষুম্নার অবস্থান।

---

* চ্যুতামৃত—বিগলিত অমৃত।

বজ্রাখ্যা চিত্রিণী ব্রহ্ম, সুষুম্নার অভ্যন্তরে, *
সুষুম্না গ্রথিত মালা, সপ্তপদ্ম সপ্ত স্থানে॥

লিঙ্গ গুহ্য মধ্যস্থলে, "মূলাধার" চতুর্দ্দলে;
আছ গো মা ব্রহ্মময়ী, প্রজা সৃষ্টির কারণে।
লিঙ্গরূপ পঞ্চানন, তাঁহাকে করি বেষ্টন;
সর্পরূপা কুণ্ডলিনী, মগন অমৃত পানে॥

ষড়দলে "স্বাধিষ্ঠান" লিঙ্গমূলে অধিষ্ঠান,
"বারুণী" যোগিনী তথা, প্রকাশে রবি কিরণে।
পদ্ম এক নাভিমূলে, "মণিপুর" দশদলে;
"লাকিনী" যোগিনী তথা, আছে ত্রিকোণ হুতাশনে॥

হৃদয়ে দ্বাদশদল, "অনাহত" সে কমল;
"কাকিনী" যোগিনী তথা, জ্যোতির্ম্ময় জীব সনে।

---

* সুষুম্নার মধ্যে বজ্রাখ্যা, বজ্রাখ্যার মধ্যে চিত্রিণী, চিত্রিণীর মধ্যে লূতাতন্তুবৎ সূক্ষ্ম ব্রহ্মনাড়ী অবস্থিত। সেই ব্রহ্মনাড়ীর অভ্যন্তরস্থ অতি সূক্ষ্ম পথে মা কুলকুণ্ডলিনী আধার বা মূলাধার পদ্ম হইতে সহস্রারে গতায়াত করিয়া থাকেন।

যিনি নব সৌদামিনী, পীতবর্ণা ত্রিনয়নী ;
আনন্দে মগন আছে, কাকিনী অমৃত পানে ॥
কণ্ঠস্থ ষোড়শ দলে, "বিশুদ্ধ" শুদ্ধ কমলে ;
পীতাভ "শাকিনী" বসে পূর্ণচন্দ্র সিংহাসনে।
শুক্লবর্ণ সুশীতল, "আজ্ঞা" পদ্ম দুই দল ;
ভ্রূমধ্যে ত্রিকোণ শক্তি, "হাকিনী" শিবের সনে ॥
তদুপরে রবি জ্যোতি, প্রণব বিমল ভাতি ;
পরমাত্মা করে বাস, চন্দ্রবিন্দু নিকেতনে।
সুস্মিত সহস্রদলে, "সহস্রার" ব্রহ্ম স্থলে ;
তব কেলী নিকেতন, পরম শিবের সনে ॥
হইবে কি হেন যোগ, ঘটিবে সে মহাযোগ,
যোগ হবে সমীরণ, কুল কুণ্ডলিনী সনে।
কুণ্ডলিনী জাগরণে, ধাইবেগো ঊর্দ্ধ পানে ;
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মরূপে, ব্রহ্মনাড়ী পথ পানে ॥
ভেদ করি ষড়চক্র, তিন পদ্মে পঞ্চবক্ত্র ;
সহস্রারে যোগ হবে, পরম শিবের সনে।

মহাযোগ হবে তারা, ক্ষরিবে অমৃত ধারা ;
চিদানন্দ পূর্ণ হবে, পরম পীযূষ পানে ॥
প্রকাশিবে দিব্য নেত্র, হেরিব তোমা সর্ব্বত্র ;
সুধাময় হবে বিশ্ব, এ মর নর জীবনে।
হইবে কি হেন যোগ, বিনাশিবে কর্ম্মভোগ ;
দীনের বাসনা কিগো, পূর্ণ হবে এ জীবনে ॥ ৩৪ ॥



সপ্তপদ্ম-স্থান।

	সপ্তস্বর।	সপ্তপদ্ম।	সপ্তস্থান।
৭।	নী	সহস্রার (সহস্রদল)	শিরস্থান।
৬।	ধা	আজ্ঞা (দ্বিদল)	ভ্রূমধ্য।
৫।	পা	বিশুদ্ধ (ষোড়শদল)	কণ্ঠ।
৪।	মা	অনাহত (দ্বাদশদল)	হৃদয়।
৩।	গা	মণিপুর (দশদল)	নাভিমূল।
২।	রি	সাধিষ্ঠান (ষড়দল)	লিঙ্গমূল।
১।	সা	আধার (বা মূলাধার, চতুর্দ্দল)	গুহ্য (মুষ্কের ঊর্দ্ধস্থান)

বিবিধ প্রকার

শ্যামা সঙ্গীত।

স্বষ্ট্বাঽখিলং জগদিদং সদসৎস্বরূপং
শক্ত্যা স্বয়া ত্রিগুণয়া পরিপাতি বিশ্বম্।
সংহৃত্য কল্প-সময়ে রমতে তথৈকা
তাং সর্ব্ববিশ্বজননীং মনসা স্মরামি॥

শ্রীমদ্দেবীভাগবত। ১। ২। ৫।

শ্যামা সঙ্গীত।

(প্রথম অংশ)

আলাইয়া—ঝাপতাল।

তোমারে করেছি সার জগত জননী তারা।
তনয়েরে ডুবাওনা ভবনীরে ভবদারা ॥
কৌমার যৌবন গত   জরা হল সমাগত,
শেষের কথা ভাবি এবে হয়েছি গো বুদ্ধিহারা।
পাপী বলে কোন কালে বল ত্যজিয়াছ কারে,
কালী নামে পাপ খণ্ডে বিনাশে পাপের ভরা।
কলুষেতে পূর্ণ আমি কলুষ নাশিনী তুমি,
নাশিতে কলুষ ভরা বরিষ করুণা ধারা।
তুমি অগতির গতি, তারাসুত হীন গতি,
শরণ নিয়েছি তাই করোনা চরণ ছাড়া॥ ৯৫ ॥

ঝিঁঝিট——পোস্ত।

কি খেলা খেলালি বল (মন রে),
এই কি রে তোর খেলা হল।
ওরে তাস পাসা দাবা নিয়ে,
মিছে দিন তোর গত হল॥

সদা তুমি খেল তাস, যাতে করে সর্ব্বনাশ;
পাঁচ তাসে হওর ডেকে, বোম বেস্তা করে নিল॥

খেলিছিলে প্রেমমারা, তাতে হলি প্রেমহারা;
মাছের সঙ্গে পড়ে তুমি, খেয়েছ কাতুরের জল।
পাসার কথা বলবি বাকি, শকুনিতে দিল ফাকি;
সকল গুলি আঁড়ি মেরে, রং বদরঙ্গে হারাইল॥

পেলেনারে কোন যুগ, মিছে হল কর্ম্ম ভোগ;
রং বন্ধ হয়ে শেষে, বদ রং সব মারা গেল।
যখন তুই খেলিস দাবা, পঞ্চে তোরে করে হাবা,
রাজাটাকে কোণে ফেলে, বড়ের কিস্তে মাত করিল।
তুমি ভাব পঞ্চ রঙ্গ, পঞ্চে করে কত রঙ্গ;
অশ্ব চক্রে ফেলে তোরে, ভব চক্রে ঘুরাইল।

যখন ভাব গজের বিয়ে, বিয়ের নাচে হিয়ে ;
"দিল্লিকালাড্ডু" খেয়ে, মিটে নেই লঙ্কার ঝাল।
শুন রে মন এই বেলা, হবেরে শেষ ভবখেলা ;
কৈলাস জয়কালী বলে, যাত্রা করে বসে র'ল॥ ৩৬ ॥

বেহাগ—আড়া।

হায়রে পামর মন কুবুদ্ধি কেন ত্যজ না।
পাপের প্রতিফল কিন্তু অন্তিমে ঘোর যাতনা॥
পর নিন্দা মুখে ভাষ, পর পীড়ায় মহোল্লাস ;
পরশ্রী কাতর ভাব সদা কর ঘোষণা।
আত্মস্বার্থে পরহিত, কর সদা বিমর্দ্দিত ;
লোভেতে উন্মত্ত তুমি হিতাহিত বুঝনা।
পুণ্যকর্ম্মে নাহি আশ, পাপে সদা অভিলাষ ;
হিংসা দ্বেষ কুটিলতা এসব কেন ছাড়না।
কাতরে কাঙ্গালে কয়, শুন মন মহাশয় !
হৃদয় পবিত্র করি কালীতারা ভজনা॥ ৩৭ ॥

স্বরট—খৎ।

দুর্গতি নাশিনী দুর্গে দীনহীনে কত দুঃখ দিবে।
দয়া করে দয়াময়ী শিবে কবে অশিব বিনাশিবে॥
শুন গো বিশ্বমাতা, কি কব দুঃখের কথা,
দুঃখে দুঃখে মা হলেম সারা, দুঃখ নিবৃত্তি কবে হবে।
সংসারের সুখ যত, সে ত মরীচিকাবত;
ক্ষণে হাসি ক্ষণে কাঁদি, হেন সুখ না চাহি শিবে।
সতত ত্রিতাপ-তাপে, হৃদয় পুরে মহাতাপে;
সে তাপ বিনাশি কবে কৈলাস-হৃদে প্রকাশিবে॥৩৮॥

আশাভৈরবী—ঠুংরি।

ভিখারী হাজির আছি তোমার দোয়ারে।
পাপপূর্ণ দেহ লয়ে, বিশুষ্ক হৃদয়ে,
আছি দাঁড়ায়ে অনাহারে।
চাই সে পরসাদ, যাতে পূরে মন সাধ,
যাহা চাহে সুর নরে;

যাহা পেয়ে মৃত্যুঞ্জয়, করেছেন মৃত্যু জয়,
বিতর তাহা গো আমারে।
তুমি মাগো অন্নপূর্ণা, দেও না অন্নের কণা,
কার্পণ্য সাজে কি তোমারে;
কৈলাস কাঙ্গাল অতি, কর'না কাঙ্গালে প্রীতি,
জয় জয় হোক তোমারে॥ ৩৯॥

পূরবী—আড়াঠেকা।

দেখ চেয়ে ভবদারা অধম সন্তান পানে।
ত্রাণ কর জননী গো শ্রীচরণ ছায়া দানে॥
পাপ তাপে জর জর, বল কে করে নিস্তার,
তুমি বিনে দয়াময়ী পাপিষ্ঠ কাঙ্গাল জনে।
রিপু করে কশাঘাত, বিষয় বিষ উৎপাত,
ত্রাহি ত্রাহি বলে আমি
তোমা ডাকি গো সঘনে॥ ৪০॥

কালেংড়া—মধ্যমান।

ভবসিন্ধু নীরে হেরি ভীষণ তরঙ্গ।
কেমনে পার হব মাগো হতেছে আতঙ্ক॥
গরজে অবিদ্যা ঘন, মায়া খর সমীরণ,
মোহের অশনি হেরি কাঁপিতেছে অঙ্গ।
একে মম জীর্ণ তরী, তাহে মন মাঝি আনাড়ি,
ষড়রিপু করিতেছে বিভীষিকা রঙ্গ।
ভয়ে হইনু মতি হারা, কৈলাসে তার মা তারা,
তপন-তনয় ভয়ে ত্রাসিত আতঙ্ক॥ ৪১॥

রামপ্রসাদী—একতালা।

বল্ মা আমি যাই গো কোথা।
আমার স্থান নাই গো হেতা সেথা॥
যথারণ্য তথা গৃহ, ঠিক হয়েছে সেই কথা;
দুই সতীনের জ্বালায় আমার, ঘর করা হয়েছে বৃথা।
প্রবৃত্তি প্রবলা জায়া, ঝগড়া করে যেথা সেথা;
পড়সী আঁটে না তারে, নিবৃত্তি তার লাগে কোথা।

প্রবলার প্রবল পুত্র, সেগুলার কি কব কথা ;
আমার দফা করেছে রফা, খাইয়ে বিবেকের মাথা।
উপায় না দেখি তারা, কৈলাস ভাবিয়ে সারা ;
(মাগো) তোর নাম নিয়ে কালী,
সার করিব ঝুলি কাঁথা ॥ ৪২ ॥

যোগিয়া - আড়াঠেকা।

ভুবন মোহিনী দেবী করি পরিবর্জ্জন।
নিশাচরী সহচর হলে মন কি কারণ ॥
শুভ্রবর্ণ শুভ্রবেশ,
কাল কাদম্বিনী কেশ ;
নেত্র নীলোৎপল নিভ, অতি সুন্দর গঠন।
দেখনা নিবৃত্তি সতী,
গুণে রমা গুণবতী ;
সর্ব্বাঙ্গে চন্দ্রিকা ভাতি, সাধু চিত্ত বিমোহন ॥

হেন পত্নী পরিহরি,
রাক্ষসীকে সার করি,
নিয়ত নরক পথে, কর পরিভ্রমণ।
রাক্ষসী প্রবৃত্তি জায়া,
সর্ব্বাঙ্গে কালিমা ছায়া ;
ঘসা মাজা রূপ তার, পতিত অঙ্গনা যেন ॥
নিবৃত্তির নিকেতন,
স্বর্গীয় নন্দন বন ;
বিবেক বিহঙ্গ তথা, করে সদা সঙ্কীর্ত্তন।
সুখ পারিজাত বাসে,
নিয়ত সন্তোষে ভাসে ;
শান্তি সরোবর মাঝে, ভক্তির পঙ্কজবন ॥
জ্ঞানচন্দ্র সুশোভন,
সদা সেই নিকেতন ;
কৃত্রিম আলোর তথা, নাহি কোন প্রয়োজন।
তাহার অধর সুধা,
স্বর্গীয় পীযূষ সুধা ;
সেই সুধা পানে তুমি, বিরত হে কি কারণ ॥

রৌরব সদৃশ যেন,
প্রবৃত্তির নিকেতন ;
অজ্ঞান আঁধারে তথা, দিবা নিশি আচ্ছাদন।
দুঃখ রূপ ক্রমি তায়,
নিয়ত দংশিছে কায় ;
উত্তপ্ত অশান্তি বায়ু, করে সদা বিচরণ॥
মোহ সুরা তার মুখে,
পান কর মন সুখে ;
মদমত্ত হয়ে কর, তাহার পদ সেবন।
কৈলাস বলিছে মন,
রাক্ষসী কর বর্জ্জন ;
নিবৃত্তি ভজনা করি, চল কৈলাস ভুবন॥ ৪৩॥

মিশ্র—একতালা।

কার গোলামি কর, রে মন, কার গোলামি কর।
রেজেষ্টারি কনট্রেক্‌ট দিয়ে হয়েছে নফর॥

চাবাগানের কুলি যেমন, তোমার দশা দেখি তেমন,
আপন বিক্রয় করে তুমি, হয়েছ চাকর ; (রে মন)।
তোমায় মুনিব মহাপাজি, যেমন ছয়টা মত্ত তাজি,
সবুট পদাঘাত খেয়ে, সদা তুমি মর ; (রে মন)।
তবু তোমার নাই চৈতন্য, হলি কাণ্ড জ্ঞান শূন্য ;
কৈলাস বলে শেষের কথা,
একবার স্মরণ কর ; (রে মন)॥ ৪৪ ॥

পিলু—খং।

আর কি যাতনা তারা ! জানাব তোমায় গো।
মনে হলে অপরাধ কাঁপে যে হৃদয় গো ॥
নাহি মাগো ধর্ম্মবল, করি কি পথ সম্বল,
সদা বহে অশ্রুজল, না হেরি উপায় গো।
না হল সাধন যোগ, না হল পুণ্যের ভোগ,
কুকর্ম্মের ফল ভোগ, কত আর করিব গো।

ভবলীলা সাঙ্গ হলে, ত্যজ না পাতকী বলে,
স্থান দিও মা কৈলাসেরে
তোমার চরণে গো ॥ ৪৫ ॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

নিশ্চয় জানিও তব হইবে মরণ।
এত দম্ভ আস্ফালন, কর তবে কি কারণ ॥
যে মুখে কর তর্জ্জন, সে ত হবে নির্ব্বচন,
রসনা অসাড় হবে, করিবে না আস্বাদন।
এই যে যুগল নেত্র, না হেরিবে কোন চিত্র,
না শুনিবে কোন বাক্য, অসাড় হবে শ্রবণ।
অবশ হইবে অঙ্গ, ভবলীলা হবে সাঙ্গ,
কিছুই যাবেনা সঙ্গে, যত কিছু বিত্ত ধন।
প্রস্তুত করিয়ে চিতে, এ দেহ রাখি তাহাতে,
'হরিবল' বলে সবে, জ্বেলে দিবে হুতাশন।
তারাসুতে বলে ভাই, আরত সময় নাই,
দম্ভাদি ত্যজিয়ে ভজ, মায়ের রাঙ্গা চরণ ॥ ৪৬ ॥

বেহাগ—আড়া।

এ করী দমন করি, বল মাগো কেমনে।
ভ্রমিছে বিষয়ারণ্যে, নিবারণ নাহি মানে॥
মন মদমত্ত করী, উপযুক্তা সহচরী,
কুমতি মাতঙ্গী দারা, জুটেছে তাহার সনে।
মাহুত দুর্ব্বল অতি, হীন "বুদ্ধি" হীনমতি,
আত্মহারা হইয়াছে, কুমতির প্রলোভনে।
বিমল কমল বন, সদা করিছে দলন,
ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে সমূল পঙ্কজগণে।
পরেছি ঘোর বিপদে, স্থান দিও রাঙ্গা পদে,
হের তারাসুতে কালী, কৃপা কমল নয়নে॥ ৪৭॥

আশাভৈরবী—ঠুংরি।

বিতর তাপিত প্রাণে অমৃত বারি।
সদা ত্রিতাপ তাপে, দহিছে বিষম তাপে,
(মাগো) হৃদয় হামারি॥

বিষয় কামনা, মলিনা হল না,
বাসনা পর উপাসনা।
সংসার জ্বালায় জ্বলি, হৃদয় হল কালি,
যাতনা হর মা শঙ্করী॥
পাপ তাপ নাশ কর, কুইচ্ছা দুর্ম্মতি হর,
ওগো মা হর-অঙ্গনা।
নাশ কর হিংসা দ্বেষ, নাশ গো কপট বেশ,
দীন কৈলাসে কৃপা করি॥ ৪৮॥

রামপ্রসাদী—একতালা।

আমায় চাকরি দে শঙ্করী।
আমি নরের চাকরি করতে নারি॥
নরের কথা বলব কি মা,
দেখে সদা হেসে মরি;
(মাগো) তাজি ঘোড়া হতে কবে,
ধোপার গাধার মূল্য ভারি।

বিচার কভু দেখ্‌লেম না মা,
অবিচারের বাহাদুরী ;
(মাগো) উল্লুকে ভল্লুকে মিলে,
করে সদা দেওয়ান গিরী।
চোর চোট্টা প্রিয় পাত্র মা,
বদমায়েস (গুপ্ত-) সেক্রেটারি ;
(মাগো) আর আমায় করিও না,
তাহাদের বেরাদরি।
তোমার দেওয়ান বটে গো মা,
পশুপতি ত্রিপুরারি ;
কৈলাসের বাসনা সদা,
করে তাঁহার তাবেদারি ॥ ৪৯ ॥

রামপ্রসাদী—একতালা।

আমায় দে মা চরণ তরী।
আমি (ভব) সিন্ধু জলে ডুবে মরি ॥

আমি না জানি সাঁতার ওগো তারা,
গায়ের জোরে ধরলেম পাড়ি ;
এখন তরঙ্গে খাই হাবু ডুবু,
(মাগো) কূল কিনারা নাহি হেরি।
কুম্ভীর হাঙ্গর ছয়টা, করছে বড় বাড়াবাড়ি ;
ওগো ভয়েতে প্রাণ ওষ্ঠাগত,
দয়া কর মা ও শঙ্করী।
কৈলাসের ভরসা কেবল, তারা তোমার চরণ দুটী ;
ব্যাকুল প্রাণে এই ভিক্ষা চাই,
কূলে নেও মা কোলে করি॥ ৫০ ॥

বিভাস—কাওয়ালী।

(মধুকানের সুর)

দয়াময়ী কোথায় তুমি।
একবার এস দেখ গোমা,
কি দুঃখে দিন কাটাই আমি॥

অহং জ্বালায় মরি জ্বলে, হৃদি পুড়ে পাপানলে ;
কি আর জানাব বলে, জান গো মা অন্তর্যামী।
যা কুড়াই মা হাটে বাটে, পঞ্চভূতে নেয় গো লুটে,
বুঝিতে না পারি তারা, কার মজুরি করি আমি।
রিপু ছয়টা মহানাটা, দশেন্দ্রিয় মহাঠেটা,
এ সকল দৈত্য জুটে, হয়েছে আমার স্বামী।
শেষের সে দিন এলে, চলে যাবে আমায় ফেলে,
কর্ম্মের ভোগের কালে শ্যামা,
কেবল মাত্র একা আমি।
কাতরে কৈলাসে ডাকে, এস মাগো এ সঙ্কটে,
দানবে দলন কর, দানব দলনী তুমি॥ ৫১ ॥

সাহানা—যৎ।

মজরে মানস ভৃঙ্গ কালিকা পদ কমলে।
ত্রিলোক বাঞ্ছিত পদ, তাহার কি তুলনা মিলে॥
মহাযোগী মহেশ্বর, দেবতা কুলের ঈশ্বর,
যে পদ পাবার আশে, পরেছেন ধরাতলে।

ত্যজিয়ে সে পাদপদ্ম, কেতকীতে হলে বদ্ধ,
রেণুতে হইলে অন্ধ, ঠেকিবে কালের জালে।
এখনও আছে সময়, কর সে পদে আশ্রয়,
কৈলাস তরিবে তবে, মায়ের পদের বলে ॥ ৫২ ॥

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা।

কি সুন্দর রথ মাগো তুমি করেছ গঠন।
বিচিত্র তার কারুকার্য্য জগতে সে অতুলন ॥
কাষ্ঠ হল পঞ্চভূত, সে কথা অতি অদ্ভুত,
নর দেহ রথ তাহে, হয়েছেগো সুনির্ম্মাণ।
জীব তাহে হল রথী, বুদ্ধি হয়েছে সারথি,
বল্গারূপ রজ্জু মন, অশ্ব সব ইন্দ্রিয়গণ।
আমার কর্ম্মের ফল, সারথি হল দুর্ব্বল,
প্রবল সৈন্ধব গণ, যথেচ্ছা করে ভ্রমণ।
সারথি সবল করি, কৈলাসে দেও ও শঙ্করি,
কশাঘাতে যেন করে, দুষ্ট বাজী সব দমন ॥ ৫৩ ॥

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা।

এভাবে কর গমন তুমি কোন জন।
বাঁশের দোলায় তব আত্মীয় বেহারাগণ॥
নাহি তব সাড়া শব্দ, সব হয়েছে নিস্তব্ধ;
সুদৃঢ় বন্ধনে তব, যাতনা নাই কি কারণ।
তোমার আত্মীয়গণ, সবে মলিন বদন;
শোকাকুল চিত্তে করে, নেত্রনীর বিসর্জ্জন।
তোমার জননী হায়, ঐ যে পাগলিনী প্রায়;
কখন করে করাঘাত, কখন হয় অচেতন।
ঐ তোমার "প্রাণেশ্বরী", গণিতেছে টাকা কড়ি,
রতনে ভূষণে যারে, করে ছিলে বিভূষণ।
বসন ভূষণ তব, হরণ করেছে সব;
মেটে কলসী দিয়ে তোমা, করেছে হে নির্ব্বাসন।
ভব ঘাটে দিতে কর, দুই গণ্ডা কড়ি কর,
দিয়েছে তোমারে হায়, পথের সম্বল যেন।
সে ঘাটে বিষম ফের, টাকা কড়ি আদি কর;
তারাসুত বলে তথা, করিবে না গ্রহণ॥৫৪॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কে তুমি হে ধরাতলে পড়ে আছ এ বিজনে। *
কেহ কি ছিল না তোমা পুড়াইতে চিতাগুনে॥
ছিলে কিহে মুকুট ধারী, কিম্বা কড়ার ভিকারী;
কোন চিহ্ন নাহি তব বলহে চিনি কেমনে॥
কোথা তব যুগ্ম নেত্র, দেখিত যে জগচ্চিত্র;
ভক্ষণ করেছে তাহা বুঝিহে বায়স গণে।
নাহি তব কর্ণ নাসা, রক্ত মাংস চর্ম্ম বসা;
খেয়েছে সকলি হায়! শিবাদল কি শকুনে॥
হয়েছ কঙ্কাল সার, নাহি দন্ত অহংকার;
কোথা পলাইল বল কাম ক্রোধ রিপুগণে।
শুনরে কৈলাসাধম, ভাব নিজ পরিণাম;
তোমার কি হবে দশা জীবলীলা অবসানে॥৫৫॥

---

* নরকঙ্কাল দর্শনে লিখিত হইয়াছে।

ভৈরবী—মধ্যমান।

"তুমি" কে কর এই তত্ত্ব অন্বেষণ।
"আমি" "আমি"কর সদা নাজান "আমি"কোনজন॥
এদেহকে বল "আমি," তাহা কিন্তু নওরে তুমি;
পঞ্চভূতে হইয়াছে, এ দেহ গঠন।
উপযুক্ত কাল এলে, পঞ্চে যাবে পঞ্চস্থলে;
"তোমার" বিনাশ কিন্তু হইবেনা কখন॥
নর কিম্বা পশু নহ, দ্বিজ কিম্বা শূদ্র নহ;
জাতি কিম্বা বর্ণ নহ, তুমি রূপ বর্ণ হীন।
নহ তুমি কর্ম্মেন্দ্রিয়, নহ তুমি জ্ঞানেন্দ্রিয়;
অন্তর-ইন্দ্রিয় নহ, তুমিরে উপাধি হীন॥
অস্ত্রাঘাতে নাহি মর, অনলেতে নাহি পুড়;
বায়ু কিম্বা জলে নাশ, নাহি "তব" কদাচন।
এদেহ হইলে নাশ, অন্য দেহে হবে বাস;
জীর্ণ বাস ছাড়ি যেন, নব বাস পরিধান॥

পণ্ডিতেরা এই বলে, শিব "তুমি" জীব হলে ;
অবিদ্যার কুহকে পড়ে, হারায়েছ আত্মজ্ঞান।
তারাসুত এই ভাষে, বদ্ধ হয়ে কর্ম্ম পাশে ;
এবে "তুমি" জীব রূপে, সংসারে কর ভ্রমণ॥ ৫৬॥

থট ভৈরবী—একতালা।

জীব! তুই ভবে এসে কি করিলি।
না করিলি কায, করিলি অকাজ,
মিছে কাযে সুধু দিন কাটালি॥

করিয়ে বুদ্ধির বিক্রম প্রকাশ,
পেয়েছ বাহাবা, নেচেছরে হাবা,
বাহাদুরী জ্ঞানে এইত করিলি,
রাজ সিংহাসন তুইরে কাঁপালি॥

অসৎ সঙ্গে তোর কি হল রে দশা,
হলি ছন্নমতি, কি হবেরে গতি,
সৎ সঙ্গ ছাড়ি আপনা খাইলি,
আপন শিরেতে কুঠার মারিলি॥

কুবুদ্ধিতে তোর হয়েছে বিনাশ,
বলিছে কৈলাস, ছাড় উপহাস,
ভজ সদা কালী মুখে বল কালী,
কালের মুখে তবে পড়িবেরে কালী ॥ ৫৭ ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কি হবে গো শ্যামা আমার মোকদ্দমা দায়ের সেসনে।
সফরদ্দ করেছে মোরে, মাগো পাপসূত্র বন্ধনে।
কাল দূত ফরিয়াদি, আমি মাগো প্রতিবাদী,
বন্ধন করেছে মোরে, যত মহাপাপীর সনে।
মন ছিল মা প্রধান সাক্ষী,
সে আমায় দিয়েছে ফাকি,
অপরাধ সব কবুল করে,
হাঁ, তা, না, না, শব্দ ভণে।
উকিল ছয়টা ছিল পক্ষে, চলে গেল সব বিপক্ষে,
কেউ নাই মা আমার পক্ষে, মাগো দুর্গে তুমি বিনে।

আইনের একটী তর্ক আছে,
কৈলাস তা মনে ভেবেছে,
বাদী বেটা হবে জব্দ, কেবল জুরিসডিক্‌সনে ॥ ৫৮ ॥

বিভাস—একতালা।

দীন হীন জন, পাপে নিমগন,
পাইবে কি মাগো তোমার চরণ।
কুটিলতাময়, তাপিত হৃদয়,
হবে কি তাহাতে সুধা বরিষণ ॥

তুমি গো জননী পুণ্যের সাগর,
পাপে কলুষিত আমি দুরাচার;
কি বলিব আমি, সব জান তুমি,
হৃদয়ে থাকিয়ে কর দরশন ॥

দেখি গো বিষম ভব পারাবার,
তুমি বিনে মাগো কে করে উদ্ধার;
বিচিত্র তরণী, চরণ দুখানি,
দয়া করি কর তারাসুতে দান ॥৫৯॥

রামপ্রসাদী—একতালা।

মনরে তুমি মাতাল হলে।
ওরে বিষয় সুরাতেমজে রলে॥
খাইয়ে বিষয় মদ, হলে তুমি চতুষ্পদ,
(ওরে) মাতৃদত্ত দ্বিপদত্ব,
আত্ম দোষে হারাইলে।
হয়েছে বিষম নেসা, দিবাকে করেছ নিশা,
জ্ঞানহীন হয়ে তুমি, অজ্ঞানান্ধকারে র'লে।
তারাসুতে বলে মন, সুরা কর বিসর্জ্জন,
নামামৃত কর পান, যাতে চতুর্ব্বর্গ মিলে॥৬০॥

রামপ্রসাদী—একতালা।

মন হয়েছ বুদ্ধি হারা।
ভাব বসি দিবানিশি, কামিনী কাঞ্চন জোড়া॥
স্ত্রীপুত্র প্রধান শত্রু, ধর্ম্মপথে কাঁটা তারা;
খাটায়ে খাটায়ে সদা, করিবে তোর দফা সারা।

তুমি ডুব ভবার্ণবে, তাহে দুঃখী নহে তারা ;
তাদের বাসনা সদা, দিবে তুমি টাকার তোড়া।
বৃদ্ধ বলদের প্রতি, চাষার মায়া যেম্নি ধারা ;
তোমার প্রতি তাদের মায়া,
নহে কভু ইহার বাড়া।
তপন তনয় আসি, যখন তোরে কর্‌বে সারা ;
দেহটারে ভস্ম করি, দিবে তারা গোবর ছড়া।
তারাসুতে বলে মন, ছিঁড়ে ফেল মায়ার দড়া ;
মিছে ধাঁধা বাজি ছাড়ি,
সার করয়ে কালী তারা ॥ ৩১ ॥

রামপ্রসাদী—একতালা।

আমি মিছে মলেম শাস্ত্র ঘেঁটে।
মাগো রস পেলেম না সে সব চেটে ॥
বেদ হয়েছেন কর্ম্মবাদী,
কর্ম্মের ফল যা কাঁদি কাঁদি ;
তাতে গো মা ব্রহ্মময়ী, ভবের বন্ধন নাহি ছুটে।

দর্শনে মা এই করেছে, কুতর্ক শিক্ষা দিয়েছে ;
মাগো তাহার মাঝে সুরগুরু,
আস্তিকতার মূল কাটে।
যে যত পুরাণ লিখেছে,
ব্যাস মুনির নাম দিয়েছে ;
তারা পরস্পর কলহ করে,
একে অন্যের মাথা কাটে।
নমস্তে নমস্তে বলি, বেঁধেছি মা শাস্ত্রগুলি ;
গাল গল্প করে মাগো, চলবনা আর কপট বাটে।
স্বগুণা নির্গুণা তুমি, প্রকৃতি পুরুষ তুমি ;
পরমাত্মা পরব্রহ্ম, বেদান্তে তোমায় রটে।
বিশ্বাসকে সার করেছি,
ভক্তিরস তায় ঢেলে দিছি,
কালী কালী বলে কৈলাস,
বসে আছি ভবের ঘাটে ॥ ৬২ ॥

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

দিন গেল মা ভবের হাটে, আয়ু সূর্য্য বসিল পাটে।
আসা যাওয়া বৃথা হল, পার হব কিসে কালের ঘাটে॥
নাহি গো আমার তপ জপ ফল,
ভোগ করি সদা অপকর্ম্ম ফল,
উপায় না দেখি মাগো, কর্ম্ম সূত্র কিসে কাটে।
মনে করি তোমায় ডাকি,
ছয়জন আমায় দেয় গো ফাঁকি,
কাতরে তোমারে ডাকি, কৈলাসে রাখ সঙ্কটে॥ ৬৩॥

পূরবী—আড়াঠেকা।

অনন্ত কাল সাগরে আয়ু সূর্য্য অস্ত যায়।
ভব সিন্ধু তরিবারে করিয়াছ কি উপায়॥
ঝুলিয়ে পড়েছে রবি, নাহি সে প্রখর ছবি,
চিহ্ন মাত্র এই আছে লোহিত মণ্ডলকায়।
নিয়ে প্রিয় পরিজন, আছ মোহে অচেতন,
পরিণাম চিন্তা তব কিসে ডুবাইলে হায়।

নিশ্চিন্ত রয়েছ বসি, আসিতেছে মহানিশি,
মহানিদ্রা সমাগত, সম্মুখে বিষম দায়।
হৃদয়েতে কর ধ্যান, মুখে কালী নামগান,
ভবসিন্ধু তরিবারে কৈলাসের সে উপায়॥ ৬৪ ॥

আলাইয়া—একতালা।

সদা কালী কালী কালী বল।
দিনে দিনে দিনগত আয়ু যে ফুরায়ে এল ॥
কালী নাম মহৌষধি, পান কর নিরবধি,
থাকিবে না ভব ব্যাধি, জীবন হবে সফল।
কালী নামে পরিত্রাণ, কালী কোলে পাবি স্থান,
কৈলাসের ভরসা সদা, কালী চরণ কমল ॥ ৬৫ ॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

ডাক কালী তারা বলে ওরে আমার মন।
ভবের যন্ত্রণা যাবে হবে শমন দমন ॥

আশী লক্ষ যোনি ভ্রমে, এসেছরে ক্রমে ক্রমে,
মানব জন্ম বহু শ্রমে, পেয়েছ এখন।
ভেবেছ সময় আছে, সে কথা সকলি মিছে ;
শমন আছে পাছে পাছে, সদা সর্ব্বক্ষণ ॥

বশে আছেরে রসনা, এ সময় বিবেচনা ;
অন্তিমে হবেনা বলা, হবে অচেতন।
স্ত্রীপুত্র সকলি আছে, শুনাবে কাণের কাছে ;
শ্রবণ বচন কিন্তু, পালাবে তখন ॥

গলিত হইবে দেহ, ঘৃণাতে ছোঁবে না কেহ ;
সে সময়ে হবে মায়ের, স্নেহ বরিষণ।
আত্মহিত নাহি বুঝে, কুরসেতে র'লে মজে ;
কৈলাস বলিছে মাকে, ডাক অনুক্ষণে ॥ ৬৬ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

একা পাঠায়েছ মোরে ভীষণ ভব বাজারে।
পুন চলে যাব একা গোটাকত দিন পরে ॥

পেয়েছি বাচাই গোটা, নাহি তার শক্ত খোটা ;
ঝড় এলে উড়ে যাবে, নামশূন্য দেশান্তরে ॥*
সহবাসী বাড়ে যত, জ্বালাতন হই তত ;
স্থির কভু হতে নারি, মুহূর্ত্ত বাচাই ঘরে।
ফেলে দিয়ে সোণা মণি, ঝুটা মতি কাঁচ কিনি ;
শিশু বিনে তাহা মাগো, কেহ নাহি ক্রয় করে।
উলঙ্গ এসেছি ভবে, দুসালা উড়াই এবে ;
বেশ ভূষা কোথা রবে, তাহা নাহি মনে পড়ে।
ভাঙ্গিবে ভবের হাট, হবে সব লুট পাট ;
তুমি বিনে সে সঙ্কটে, কাঙ্গালে কে রক্ষা করে ॥৬৭॥

---

* মহাত্মা কবীর সেই দেশের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(কবীরের গীত)

ওয়ে দেশমে জানা।
যাহা কোই নেই আপনা আওর বেগানা ॥
যাহা মিট গেই সব ধান্দা, রাম রহিম এক বন্দা ;
যাহা নেই বেদ আওর কোরানা ।
যাহা চাঁদ সুরুষ না ভাওয়ে, যাহা শোক তাপ না পাওয়ে ;
যাহা নেই জমিন আওর আসমানা ॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

আমায় পাঠাইওনা আর
(মাগো) ভবের বাজারে।
আসা যাওয়া যে যাতনা,
কি রূপে জানাব তোরে॥
জন্মিলেনা মরিলেনা, সুখ দুঃখ বুঝিলেনা;
খেলিছ মজার খেলা পুতুল বানায়ে মোরে॥
গর্ভে বাস দশমাস, সেত যন্ত্রণার রাশ;
ভূমে পড়ে গলে পাশ, কার সাধ্য ছিঁড়ে তারে।
ঠগের রাজত্ব যেন, ভবের:বাজার হেন;
মিথ্যা চুরি প্রবঞ্চনা, সদা বাহাদুরী করে॥
মৃত্যু কালে যমযাতনা, বুঝে তুমি তা বুঝনা;
প্রাণ যেতে চাহেনা গো, দেহটারে ত্যাগ করে।
শুন গো পাষাণের বেটি, কত আর খাব মাটি,
কৈলাসকে মা দেনা ছুটী,
চলে যাই নিজ ঘরে॥ ৬৮॥

বাউলের স্থর—খেমটা।

হায় কি মজার ভবের বাজার।
দেখি স্থধু গিল্টার বাহার॥

সাধু মহাজন, নাহি কোন জন,
সবে মিলি কল্লে কোথা নির্জ্জনে গমন;
ওরে সাধু সেজে বসে আছে,
যত ফোরে দোকানদার॥

তিলকের ছটা, চন্দনের ফোঁটা,
তুলসী কিম্বা রুদ্রাক্ষের মালার ঘটা;
ওরে ঠগ বাজারে ঠগের মেলা,
ঠগ হয়েছে আড়তদার॥

গোবর গণেশ, নাহি জ্ঞান লেশ,
মনে মনে ভাবে সবে দ্বিতীয় যোগেশ;
ওরে খেলিতেছে কত খেলা,
ভণ্ড দেবের অবতার॥

কৈলাস কাঙ্গালে, কাতরে বলে,
কর্ম্ম দোষে পড়িয়াছি ঠগের মিশালে ;
মাগো যথা ইচ্ছা দণ্ড দিয়ে,
অন্তে দিও পদ তোমার ॥ ৬৯ ॥

ঝিঝিট—মধ্যমান।

জপ করে তোমা পাব, সেই আশা নাহি শিবে।
পতিত তনয় বলে যদি দয়া না করিবে ॥
তোমারে ডাকিব বলে, যখন জপেতে বসি ;
ছুটিয়ে বেড়ায় মন, ঢাকা দিল্লী গয়া কাশি।
মন বেটা বড় পাঁজি, যেন বোন মত্ত তাজি ;
তাহার শাসন মাগো আমা হতে নাহি হবে।
ব্যাকুল হৃদয়ে কাঁদি, তবু দয়া নহে যদি ;
দয়াময়ী নাম তব কেন তব হল ভবে।
দীন হীন তারা সুত, হয়েছে শরণাগত ;
অনুগতে দয়াময়ী, কেমনে নিদয় হবে ॥ ৭০ ॥

খাম্বাজ—ধামার।

ব্যাকুল হইয়ে মাগো ;
এসেছি তোমার দ্বারে।
দেখা দেও মোর হৃদয় মাঝারে,
কাঙ্গালের পাপ তাপ যাবে দূরে ॥ ৭১ ॥

ইমন কল্যাণ—চৌতাল।

তুমি মাগো সর্ব্বস্ব আমার,
তুমি বিনে মোর কেহ নাহি আর।
তুমি গো পরম মাতা, তুমি শিব জ্ঞান দাতা,
তুমি বিনে কৈলাসের সকলি আঁধার ॥ ৭২ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

নিয়েছি শরণ তোমার চরণে।
তুমি গো ভরসা জীবনে মরণে ॥
ইচ্ছা হয় রাখ ভবের বিপিনে,
কিম্বা নিয়ে যাও তোমার সদনে ॥

নাহি চাহি মাগো ধনজন মান,
বাসনা করেছে তোমাতে প্রয়াণ।
অন্য অভিলাষ কিম্বা অন্য কাম,
চাহেনা কৈলাস তব পদ বিনে ॥ ৭৩ ॥

লগ্নী—যৎ।

মাইগো কাতরে কহিগো তোহারে।
কৃপা করি কৃপাময়ী ছাড়িও না মোরে ॥
কায়মন প্রাণে, আত্ম সমর্পণ,
করিনু তোহার চরণে।
আধিয়া জীবন, নিঁদে গোয়ায়নু,
জরা শিশু গেলা কত দিন।
যৌবনে রমণী, লইয়ে খেলিনু,
না ভজিল তোহে একদিন।
নাহি পুণ্যলেশ, পাপ অশেষ,
ভাবিয়ে শেষ আকুল পরাণ।

তুঁহ জগমাতা, হাম নাহি আন,
অধমতনয় কৈলাস দীন ॥৭৪॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

কেমনে তোমারে তারা নিরন্তর করি ধ্যান।
অন্তরে ইন্দ্রিয় রিপু বাহিরেতে প্রলোভন ॥
ষড় রিপু বলবান, দুরন্ত দৈত্য সমান ;
করিতেছে মুহুর্ম্মুহু দুর্ব্বল মন মথন।
অনাসক্ত নহে চিত্ত, নির্ব্বিকার শুদ্ধ সত্ত্ব ;
দানবের অত্যাচরে রহেনা ধর্ম্মজীবন।
দেও মাগো ধর্ম্মবল, দুর্ব্বল হবে সবল ;
করিবে কাঙ্গালে তবে দানব দল দলন ॥৭৫॥

খটভৈরবী—একতালা।

মা! তুমি দানব দলন কারি।
সাধক জনার হিতের কারণ,
ধর্ম্ম প্রচারিলে দুষ্কৃত সংহারি ॥

সেবক দলের করিবারে হিত,
সতত করেছ দানবনিপাত ;
দানবের হস্তে হই বিড়ম্বিত,
কৃপানেত্রে চেয়ে দেখগো শঙ্করী ॥

ছয় দৈত্য মিলে টেনে ফেলে মোরে,
অজ্ঞান অন্ধকারে দিবস শর্ব্বরী ;
মহাবলবান দানব প্রধান,
দুর্ব্বল মানব কি করিতে পারি ॥

পড়িয়ে সঙ্কটে ডাকিগো তোমারে,
এস দয়াময়ী তনয়ের তরে ;
কুপুত্র বলিয়ে থেকনা ভুলিয়ে,
রক্ষ কাঙ্গালেরে দানব সংহারি ॥ ৭৬॥

আলাইয়া—ঝাপতাল।

সর্ব্বস্ব দিয়েছি আমি জননীর রাঙ্গা পায়।
মায়া মোহ আসি কেন মাঝে মাঝে গোল বাঁধায় ॥

বিবেক বৈরাগ্যাসনে, ভ্রমি সদানন্দ মনে,
কেশে ধরি পাঁজি কেন পাঁচে টেনে নিয়ে যায়।
বিষয় খাণ্ডবানল, প্রবল পর্ব্বতানল,
কখন আসক্তি মোরে তাতে ফেলে দিতে চায়।
ষড়্‌রিপু মহাবল, পাইয়ে মন দুর্ব্বল,
প্রলোভন দেখাইয়ে কুপথে ভ্রমাতে চায়।
দানব দলের সনে, পড়েছি বিষম রণে,
কে দিবে কৈলাসে জয় বিনে জয়-কালীমায়॥ ৭৭॥

পিলু—যৎ।

জগত জননী তুমি দুর্গতিহারিণী।
দীনজনে কর দয়া পাপতাপনাশিনী॥
পাপে জলি অনিবার, করিতেছি হাহাকার,
শান্তি দানে শান্ত কর শান্তিবিধায়িনী।
হোক চিত্ত সুশীতল, দেও হৃদয়ে ধর্ম্মবল,
কৈলাসে কৃতার্থ কর কৈলাসবাসিনী॥৭৮॥

পরজ বাহার—আড়া।

ভ্রমেতে ছিলেম আমি নাস্তিকতা ঘোরবনে।
আমারে এনেছ তুমি ধর্ম্মরূপ তপোবনে ॥
গভীর সেই অরণ্য, ছিলগো কণ্টকাকীর্ণ;
পথ হারা হয়ে মাগো, ভ্রমিয়াছি নিশিদিনে।
পরিনু কপট বেশ, আভরণ হিংসাদ্বেষ;
উপহাস করিয়াছি, সদা তব ভক্তগণে।
তুমি মাগো দয়া করি, উজ্জ্বল আলোক ধরি;
পথ দেখাইয়ে মোরে, এনেছ নন্দন বনে।
অযাচিত কৃপাবারি, ঢালিয়ে গো শিরোপরি;
কৃতার্থ করেছ মাগো তারাসুত দীনহীনে ॥৭৯॥

কালেংড়া -খং।

তুমি বিনে এত দয়া মাগো কাহারি;
তেই দয়াময়ী নাম তোহারি।
ভাই বন্ধু সুত মিলে, অন্তে দেয় ফেলে,
ভস্ম করে দেহ দণ্ড প্রহারি।

শ্মসানবাসিনী বেশে, রয়েছ শ্মশানে বসে,
অন্তে লইতে মাগো ক্রোড় বিথারি।
পতিত তনয় বলে, কাঙ্গালে যেওনা ভুলে,
অন্তে নিও কোলে বাহু প্রসারি ॥৮০॥

খালেংড়া—কাওয়ালী।

তুমি বিনে কে মাগো ভবে ত্রাণ করে;
কে সহায় ভব পারাবারে।
হয়েছি বন্দী সম, মায়া কারাগারে,
অজ্ঞান মোহ অন্ধকারে।
ইন্দ্রিয় রসে মত্ত, ছাড়ি তব তত্ত্ব,
কলুষিত কলুষ বিকারে।
অমৃত স্নেহবারি, বিতর কৃপা করি,
যাহে মাগো কলুষ নিবারে।
পাপ তাপ বিনাশি, হৃদয়ে প্রকাশ আসি,
কাঙ্গাল হাজির তব দ্বারে।৮১॥

ভৈরবী—ঝাপতাল।

সৌর মণ্ডল তব সিংহাসন গো জননী।
উজ্জ্বল শ্বেত বরণ শুক্ল অম্বর ধারিণী॥
অভয় বর দ্বিকরে, বামে পাশ শূল ধরে,
কটিতটে নরকর উজ্জ্বল তিন লোচনী।
সায়াহ্নে এরূপ তব, ধ্যান করে যতী সব,
কৈলাস সে রূপে ভাবে পূর্ণ ব্রহ্মসনাতনী॥৮২॥

ভৈরবী—ঝাপতাল।

সৌর মণ্ডলে বসি শুনিছ গো বিশ্বমাতঃ।
তোমার রচিত গাথা বিশাল বিশ্বের গীত॥
গাইছে সাগর জল, গাইছে আকাশ অনিল,
গায়ে সদা হিমালয়, মহাভাবে পুলকিত।
গায়ে চন্দ্রমা তপন, গায়ে দেব দৈত্যগণ,
কলকণ্ঠে পাখী গায়, যাহে জগত মোহিত।
তোমার মহিমা গান, সর্ব্ব বিশ্ব জুড়ি তান,
গাইতে তাহার সহ কাঙ্গাল ব্যাকুল চিত্ত।

এস মাগো দয়া করে, "বিশুদ্ধ" কমলোপরে,
দিবা নিশি গাই যেন তারা তব নাম গীত ॥৮৩॥

বসন্তবাহার—ঝাপতাল।

দিবা নিশি ডাকি আমি কোথা রলে ও জননী।
নিকটে থাকিয়ে তবু শব্দ করে না পাষাণী ॥
আছে কোন অপরাধ, তাহে বুঝি এ বিষাদ,
নইলে কেন শিলা হবে দয়াময়ী মা ঈশানী।
ক্ষেমঙ্করী কর ক্ষমা, নিদয় হইওনা শ্যামা ;
পুত্র বলি কথা কও শুনি সুধাময় বাণী।
পুত্র বলি ডাক মোরে, নিরানন্দ যাবে দূরে ;
শীতল হবে কাঙ্গালের তাপিত হৃদয় খানি॥ ৮৪ ॥

খাম্বাজ—সুরফাকতাল।

তুমি মোর কথা শুন তাহা জানি দিগ্বসনা।
উত্তর না দিয়ে মা গো কেন কর বিড়ম্বনা ॥

যদিচ কুপুত্র হই, তবু তব পুত্র হই ;
মা বলে ডাকিলে কেন মোরে উত্তর দিবেনা।
শুনিছ বিরলে বসি, আমি ডাকি দিবা নিশি ;
দয়াময়ী হয়ে মাগো কৈলাসে নিদয় হইওনা ॥৮৫॥

—

মূলতান—আড়া।

এত ডাকিতেছি তোরে তবু দেখা পেলেমনা।
তবে বুঝি মাগো আমি ডাক্‌তে তোরে জানিনা ॥
কিরূপে ডাকিব তোরে, তাহা বলে দেনা মোরে ;
ভাল করে ডেকে দেখি, মনের মত হয় কি না ॥
শিখাও তনয় বলে, ডাকি মা গো প্রাণ খুলে,
অন্য বুলি ভুলে যাই মাগো তোরে ডাকা বিনা ॥
বিশ্বময় নর ভাষা, সেত নহে প্রাণ তোষা,
শুনিবারে তোর ভাষা কাঙ্গাল করে কামনা॥৮৬॥

—

খট—যৎ।

দয়াময়ী বলে মাগো তোরে আর ডাকিব না।
তোর মত কঠিন মেয়ে ত্রিজগতে দেখলেম্ না ॥

(তোর) বাপ পাষাণ মা পাষাণী,
(তোকে) পাষাণ হতে কঠিন মানি;
তোর হৃদয় কিসে গঠিত তাত বুঝতে পারলেম না॥

ছেলে যখন কান্না করে,
মা কি তখন থাকতে পারে;
তুই যেন কাণ খেয়ে আছিস,
আমার কান্না শুনিস না॥

জন্ম মৃত্যুর ধার না ধারিস,
তবু যেন মরে আছিস;
নিয়ে তোমার বাপের ধারা,
হলি গো মা পাষাণ কন্যা॥ ৮৭॥

খট—যৎ।

রাগ হয়েছে গাল দিয়েছি, আবার ডাকি মা বলে।
আমার মত বেহায়া কে আছে ধরণীতলে॥

হই মাগো বেহায়া হব,
তবুও তোরে না ছাড়িব ;
"নাছোরবন্দা" বিনে মাগো,
কে চড়েছে তোর কোলে ॥
তুই সৃষ্টি ছাড়া মাতা,
তোর ছেলের অন্ত কোথা ;
পালন করিস এতগুলি, থাকিস কিন্তু আড়ালে ॥
কোথা তোর দেখা নাই,
আছিস কিন্তু সর্ব্বঠাই ;
লুকোচুরি খেলিস কেন, নিয়ে আপন ছেলে দলে ॥
আমি তোর নষ্ট ছেলে,
তা বলে কি থাক্‌বি ভুলে ;
ঢের হয়েছে ক্ষমা কর,
কৈলাসকে মা নে না কোলে ॥৮৮ ॥

বেহাগ—আড়া।

কেনরে তোরা আমার শ্যামা মাকে বল কাল।
যাহার রূপ কণায় ত্রিজগত করে আলো ॥

মা যে আমার বিশ্বরূপা, রূপবর্জ্জিত অরূপা ;
কালীরূপের নাহি সীমা, অন্ধগুলায় দেখে কাল।
তোদের কিরে আছে শক্তি,
চিন্‌বিরে সে মহাশক্তি ;
যাহার কৃপায় রবি শশী, বিশ্ব করে আলো ॥
যাহার প্রতি কৃপা করে, সেই সে দেখিতে পারে ;
দাস শ্রীকৈলাসে বলে,
অন্যে করে গণ্ডগোল ॥ ৮৯ ॥

খট ভৈরবী—একতালা।

মা! তুমি বিশ্বরূপা বিশ্বেশ্বরী।
তুমি গো অরূপা, তুমি গো সরূপা,
সুরূপা কুরূপা সকলি শঙ্করী ॥
কত রূপে মাগো হয়েছ প্রকাশ,
রূপের নাহি অন্ত, গুণের নাহি অন্ত,
সগুণা নির্গুণা আদি অন্ত হীনা,
সর্ব্বভূতে আছ তুমি মহেশ্বরী ॥

সর্ব্বব্যাপি তুমি জগত জননী,
আছ জলস্থলে, অনিলে অনলে,
ভূলোকে দ্যুলোকে আছ গো গোলোকে,
তারাসুত তব কৃপার ভিকারী ॥৯০॥

লুম ঝিঝিট—ঠুংরি।

একি বিপরীত হেরি বলগো পাষাণের বেটী।
তোর পদতলে পড়ে কেন রয়েছেন ধূর্জ্জটি ॥
যে করে মা অঙ্গে বাস, পদে তার কেন আশ;
হরগৌরী মিলিতাঙ্গ তাহাতে নাহি গো ত্রুটী ॥
অভেদ পুরুষ নারী, শিব শিবা এক হেরি;
দ্বৈত ভাব প্রেমের লীলা অদ্বৈত মূলেতে খাটি।
কৈলাস পদের দাস, পদে সদা অভিলাষ;
তার শিরে রাখি পদ শিবকে মা দে না ছুটি ॥৯১॥

রামপ্রসাদী—একতালা।

আমার বাসা ভাঙ্গা ঘরে।
মহাজীর্ণ সেই গৃহ সতত হিল্লোলে নড়ে॥
মন নামে এক মহা দুষ্ট, সে ঘরে বসতি করে;
তাহার বাসনা সদা, কিসে ডুবাইবে মোরে।
ছয়টা চোর তাহার সাথী, তাকে তাকে সদা ফিরে;
একটুকু ফাক পেলে অম্নি, ভাঙ্গাঘরে সিদঁ কুড়ে।
পড়েছি বিষম দায়, না দেখি কোন উপায়;
নিরুপায় হয়ে কালী, কাঙ্গাল ডাকিছে তোরে॥৯২॥

—

রামপ্রসাদী—একতালা।

আমার দুঃখের বাকী কত।
জমা খরচ মিল করিয়ে দে না আমায় ফারখত॥
জন্ম নিয়ে ভূমণ্ডলে, ভোগিলাম যথোচিত;
এখন কি গো ব্রহ্মময়ী, হয়নি মা তোর মনের মত।
জন্ম জন্মান্তরের মাগো, জমাওয়াশীল আছে যত;
সে সকলের জের টানিয়ে, দিলি দণ্ড বিধি মত।

কাঙ্গাল বলে ব্রহ্মময়ী, দিচ্চি আমি নাকে খত ;
কর্ম্মসূত্র কেটে তুমি, তাড়ায়ে দেও জন্মের মত॥ ৯৩ ॥

খট—যৎ।

তোমার শরণ নিয়ে এলাভ আমার হল।
হলনা পিপাসা শান্তি দুঃখে দুঃখে দিন গেল॥
দারুণ রোগের জ্বালা,
দেহটা হয়েছে কালা ;
কত যাতনা আর, নর দেহে সহে বল। *
চাহিনা বিষয় সুখ,
হয়েছে যথেষ্ট ভোগ ;
তবু কেন মোরে আর, বন্ধনে রেখছ বল।
সতত পালাতে চাই,
পথ কভু নাহি পাই ;
খাণ্ডব অনলে মোরে, কেন গো দহিছ বল।

---

* এই সময় কাঙ্গাল ভগন্দর রোগে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন।

কে বুঝিবে তব লীলা,
খেলিতেছ একি খেলা;
খেলা নহে হলাহল, তাহে তারাসুত মল ॥ ৯৪ ॥

রামপ্রসাদী—একতালা।

আয়রে মন আয়রে ছুটে।
চল যাই কালী মায়ের ঘাটে ॥
ঘুরে ঘুরে ভবের হাটে ডুব দিয়েছ কত ঘাটে;
কোথা কিছু লাভ হলনা, দেখনারে নিকাস কেটে।
সে ঘাটেতে রত্ন আছে, সিদ্ধ পুরুষ বলে গেছে;
মিলবেরে অমূল্য নিধি, খুজ যদি অকপটে।
ছুটছে কৈলাস দাস, না মানিবে কোন রাস;
ডুবে রবে চিরকাল, সেই সুধাময় ঘাটে ॥ ৯৫ ॥

হাম্বীর—আড়াঠেকা।

সংসার বাসনা মাগো আমার সব পূর্ণ হল।
তোমার ছেলে তোমার কাছে এখন মাগো নিয়ে চল ॥

সংসারে মা নাহি শান্তি, ভোগ করি গো অশান্তি ;
আমার জীবন মাগো, হইয়াছে হলাহল ॥

* * * * ;
* * * * ॥
* * * * ;
* * * * ॥
* * * * ;
* * * * ॥

বলে দাস শ্রীকৈলাস, পূর্ণ কর অভিলাষ ;
দয়াময়ী দয়া করে, অকালে কর সকাল ॥ ৯৬ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

একটু দয়া কর মাগো রোগে বড় কষ্ট পাই।
বাকি দিন কয়টা কেবল তোমারে ডাকিতে চাই ॥
সতত ডাকিব তোরে, বসেছি এ স্থির করে ;
অন্য বাসনার মাগো, হৃদে আর স্থান নাই।

আসুক অন্ত বাসনা, করিব তার বিড়ম্বনা ;
পদাঘাতে তাড়াইব, কৃপাবল ভিক্ষা চাই ॥

করেছ দুর্ব্বল নর, কষ্টে মা হই কাতর ;
যাতনায় পড়িয়ে যেন, তোমা' না ভুলিয়ে যাই।
কর্ম্মফল হচ্চে ভোগ, নাহি করি অনুযোগ ;
কৃপানেত্রে দৃষ্টি কর, কাঙ্গালের ভিক্ষা তাই ॥৯৭॥

পুরবী—আড়া।

দিন্ ত ফুরায়ে এল ক্রমে জননী আমার ॥
দেখিতেছি সন্নিকটে যেন গো মৃত্যুর দ্বার ॥

মনে যত ছিল আশা, সব হয়েছে দুরাশা ;
তব পদ লাভ আশা, হবে কি নিরাশা সার।
ছিল অভিলাষ মনে, রিপুদল সুশাসনে ;
হইবে জীবনে মম, স্বর্গীয় সুধা সঞ্চার।
হল না গো পাশচ্ছেদ, ইহাই প্রধান খেদ ;
আবদ্ধ জীবের ভাগ্যে, কেবল দুঃখের ভার।

মৃত্যুতে ছিল না ভয়, সেত গো অমৃতময় ;
মুক্তির সোপান মৃত্যু, হবে মাত্র দেহান্তর।
হ'লনা সাধন যোগ, কর্ম্মফল হ'ল ভোগ ;
এ জনম বৃথা গেল, দীন হীন কাঙ্গালের।
ভরসা তোমার নাম, পূর্ণ কর মনস্কাম ;
কালী বলে কৈলাসের, ভেদে যেন ব্রহ্মদ্বার ॥৯৮॥

বেহাগ—আড়া।

করিতেছি জননীগো এই শেষ নিবেদন।
আমার সমাধি স্থান হোক তোমার চরণ ॥
নদী যেন প্রাণপণে, ছোটেগো সাগর পানে ;
সাগর সঙ্গম লাভ, হবে ভাবে একদিন।
তেমতি আকুল প্রাণে, তব পদ সিন্ধু পানে ;
ছুটেছে পরাণ মোর আমিত্ব করিতে দান ॥

আমিত্বের হবে লয়, সব হবে তুমি ময় ;
তোমার হইব আমি, রহিবে না ভেদ জ্ঞান।
কৈলাসের কৈলাসত্ব, থাকিবে না অহংতত্ত্ব ;
জীবন্ত সমাধি স্থান, হবে তব শ্রীচরণ ॥৯৯॥



শ্যামা সঙ্গীত।

(দ্বিতীয় অংশ)

গৌড়সারঙ্গ—একতালা।

আমি, বড় আশা করে এসেছি,
জননী তব দ্বারে।
মিছে কেন রাখ আর,
(মাগো) বিষয় বিষ মাঝারে॥
অজ্ঞান নিদ্রাতে ছিল মোর প্রাণ,
ছিল না দিবস রজনী জ্ঞান;
কেন গো জাগালে, ঘুমটী ভাঙ্গালে,
দিবানিশি কাঁদাতে আমারে।

যত ইচ্ছা তব কাঁদাও জননী,
তথাপি ডাকিব দিবস রজনী ;
একদিন তোরে, জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে,
হেরিবে কৈলাস হৃদয়পুরে ॥১০০॥

টোরিবিভাস—আড়াঠেকা।

সেদিন আমার কবে হবে।
যেদিন কৃপা করে কৃপাময়ী, পাশ ছেদন করিবে ॥
শোক ভয় লজ্জা ঘৃণা,
এ সকল রহিবে না ;
কুলশীল জুগুপ্সাদি, জাতি ভেদ নাহি রবে।
অষ্ট পাশ মুক্ত হবে,
বদ্ধভাব নাহি রবে ;
পাশমুক্ত শিবহৃদে, শিবানী নৃত্য করিবে।

অজ্ঞান যামিনী যাবে,
জ্ঞান তপন উদিবে;
কৈলাস জীবনে কি গো,
জীবন্মুক্তি লাভ হবে ॥১০১॥

টোরিবিভাস—আড়াঠেকা।

এমন দিন কি আমার হবে।
যেদিন, কালী নামামৃত পানে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যাবে॥
বিষয় বাসনা যাবে,
ভোগ তৃষ্ণা নাহি রবে;
চিদানন্দ পূর্ণ হবে, নিরানন্দ নিবারিবে॥
ক্ষমার্জ্জব দয়া তোষ,
জ্ঞান হইবে পীযূষ;
সত্যের ভজনা করি, আনন্দ নীরে ভাসিবে।

শত্রু মিত্র পুত্র আদি, সমান হইবে যদি ;
সর্ব্বভূতে সমভাবে, দৃষ্টি শক্তি প্রকাশিবে ॥
কৈলাসের এবাসনা,
ভেদজ্ঞান রহিবে না ;
কালীময় হেরি বিশ্ব, জীবন সফল হবে ॥ ১০২ ॥

রামপ্রসাদী—একতালা ।

আমি কি দিয়ে তোমায় পূজা করি।
আমার কোন আয়োজন নাই শঙ্করী ॥
আলো চাউল আর কলা ক'টা,
ফুল বেলপাতা চন্দন ছিটা ;
এসব সাজায়ে মাগো,
পুরোক্ত করে মারফত্‌দারি।
এনেছে ছাগল শিশু,
তোমার স্থজিত পশু ;
তোমার সন্তানে মাগো,
আমি কেন ছেদন করি।

এ যদি মা পূজা হবে,
ভেংচান কাহাকে কবে ;
লোক দেখাবার তরে করি,
ভণ্ডামির বারাবারি।
জানিনা মা বীরাচার,
কিম্বা মাগো পশ্বাচার ;
(আমার) আচার বিচার সব সমতুল,
ওগো মা জগদীশ্বরী।
জানি না মা জপ যন্ত্র,
কৈলাসচন্দ্র অতি অজ্ঞ ;
কায়মন বাক্যে মাগো,
আত্ম সমর্পণ করি ॥ ১০৩ ॥

বেহাগ—আড়া।

এস মাগো দয়া করে আমার হৃদি মন্দিরে।
বড় সাধ পূজি তোমা' মানসিক উপচারে॥

বৈরাগ্য রূপে অমৃতে পাদ্য দিব চরণেতে ;
মুক্তি কামনা বারি অর্পিব স্নানের তরে ॥
আকাশ ভূষণ হবে, বায়ু চামর করিবে ;
তেজের উজ্জ্বল দীপ জ্বলিবে কমলাগারে।
ভক্তির নৈবেদ্য ডালা, চিত্ত কুসুম মালা ;
প্রীতির অঞ্জলি মাগো অর্পিব শ্রদ্ধায় পূরে ॥
কামছাগ লোভ মেষে, ছেদিব পুলকে ভেসে ;
মহাবলি দিব মা গো ক্রোধরূপ মহিষেরে।
তোমার রাজীব পদ, জিনি ফুল্ল কোকনদ ;
অন্তকালে দিও মাগো গোলোক নন্দন শিরে॥১০৪॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

তব বিসর্জ্জন কভু নহে মম বাসনা।
সঙ্কল্প জীবনাবধি তারা তব আরাধনা ॥
তোমা বিসর্জ্জন করি, কিরূপে জীবন ধরি ;
জীবনের প্রাণ তুমি ওগো তারা শবাসনা ॥

সপ্তমী অষ্টমী তিথি, নবমী হউক স্থিতি;
আমার জীবন ব্যাপি ওগো তারা বিবসনা।
আমার দশমী দিনে, তারা তব শ্রীচরণে;
আত্ম বিসর্জ্জন মাত্র কৈলাসের কামনা ॥১০৫॥

রামপ্রসাদী—একতালা।

মন রে আমার সুয়া পাখী।
সদা কালী তারা পড় দেখি ॥
যদি পড় জগদম্বা, খেতে পাবে দুগ্ধ রম্ভা,
না পড়িলে দগ্ধরম্ভা, তোমার কপালে লিখি ॥
নব দ্বারি খাচা তোর যাহাতে কর বসতি;
তাহার কি হবে দশা, তাহা কখন ভেবেছ কি?
সে খাচাতে ঢুকে কালে, দিবে যখন গলা টিপি;
দেখিবে সব শূন্যাকার, কপালেতে উঠবে আখি ॥
তারাসুতে বলে মন, শুন আমার এই যুকতি;
কালী তারা সদা বল, নবদ্বারে পড়বে চৌকি ॥১০৬॥

জয়জয়ন্তী—খং।

ওরে ভ্রান্ত মন তুমি সদা কালী বলনা॥
ভজ শক্তি পাবে মুক্তি পুনর্জন্ম হবে না॥

অনিত্য সংসার এই, বুঝে তুমি বুঝ না;
ভ্রান্তি জ্ঞানে মত্ত হ'য়ে, নিত্য ধন হারা'ও না।
অদ্য অব্দ শতান্তে বা, যাবে প্রাণ রবে না;
রিপুবশে চলি তুমি কৈলাসে ডুবা'ও না॥১০৭॥

বারোঁবা—কাওয়ালী।

কর সদা কালী নাম গান।
(পূর্ণ হবে মনস্কাম।)
পাপ তাপ দূরে যাবে জুড়াইবে প্রাণ॥

যে নামে অমৃত ক্ষরে, হৃদয়ে সুধা সঞ্চারে;
সর্ব্ববিধ দুঃখ রাশি হয় অবসান॥
কৈলাস-ভরসা কালী, হৃদে কালী মুখে কালী;
কালী বলে যেন লীলা হয় সমাধান॥১০৮॥

মিশ্র—খেমটা।

মধুর কালী নাম ; বলরে রসনা অবিরাম।
ওরে যে নামেতে সদা শিবের পূর্ণ হল মনস্কাম।
যাঁর নামে হৃদয় নৃত্য করে,
আমি দেখা যদি পাই তারে ; (ওরে মনরে)
ওরে মায়া পাশ ছেদন করে,
লভিব কৈলাস ধাম ॥ ১০৯॥

পিলু—খৎ।

যখন ডাক কালী বলে অন্য সব ভুলে যাও।
অন্যভাব আসে বলে মনে তুমি কষ্ট পাও ॥
ভুলে যাও এ সংসার, ভুল পুত্র পরিবার,
শত্রু মিত্র সব ভুল, যদি তাঁরে পেতে চাও।
ভক্তিবশ মুণ্ডমালী, ডাক ভক্তি রসে গলি,
বলিছে কাঙ্গাল তাঁরে, ভক্তি বিনে পাওয়া দায় ॥১১০॥

পিলু – খং।

যখন যা করিতে চাও কররে সরল মনে।
কপটতার লেশ যেন মন কভু নাহি জানে ॥

কপটের অভিমান, কপটের ধর্ম্ম জ্ঞান ;
কপটের যশগান, ত্যজিও ঘৃণার সনে।
বলে দীন তারা সুত, হওরে সরল চিত ;
কৃপাময়ী চেয়ে আছে, সরল ভক্তের পানে ॥১১১॥

মনোহরসাহি—লোভা।

এস এস মা ! রাখি হৃদয় মাঝারে তোমারে।
যদি কাঙ্গাল বলে দয়া করে,—
এস দীন হীনের কুটীরে ॥

কৃপণের ধন যেন, তুমি গো আমার হেন,
(মাগো) অতি যতনে রাখিব লুকায়ে তোমারে ॥

(মাগো) সুধার সাগর মাঝে,
মণিময় দ্বীপ সাজে,
তাহে তব বিচিত্র আসন (গো),
খুর যার বিধিবিষ্ণু পঞ্চানন, আসীন তুমি শিব-হৃদিপরে ॥
আমি মাগো কাঙ্গাল অতি,
পাইব কোথায় সেই বিভূতি,
আছে কেবল হৃদয় খানি,
যাহা দিয়েছ তুমি জননী,
কৈলাস রেখেছে তাহা তুমি বসিবার তরে ॥১১২॥

আলাইয়া—ঝাঁপতাল।

নিবস নয়নে সদা দয়াময়ী ও শঙ্করী।
তব রূপ বিনে যেন অন্য রূপ নাহি হেরি ॥
অসীম অনন্তরূপ বিশ্বময় তবরূপ,
চর্ম্ম চক্ষে তাহা আমি কেমনে দর্শন করি।

নবীন নীরদ শ্যাম শ্যামারূপ অনুপম,
সেইরূপে এস শিবে তারাসুতে কৃপা করি ॥১১॥

থাম্বাজ—একতালা।

আশ্চর্য্য তোমার লীলা গো জননী।
মহা ইন্দ্রজাল খেলিছ আপনি ॥
আমি কি বুঝিব কি শক্তি আমার।
পারেনা বুঝিতে দেব শূলপাণি ॥
নয়নে রয়েছ নয়ন রতন।
দেখিতে পারেনা তোমারে নয়ন ॥
যে শক্তির কণা পেয়েছে লোচন।
সে শক্তির মূল হওগো আপনি ॥
হৃদয়ে রয়েছ হৃদয়ের ধন,
হৃদয় তোমারে করে অন্বেষণ।
"কোথা গো জননী, কোথা গো জননী",
ডাকিছে হৃদয় দিবস রজনী ॥

সতত খেলিছ অন্তরে বাহিরে,
অন্ধজন হেন খুঁজিগো বাহিরে।
অন্ধত্ব মোচন করগো জননী,
হেরিবে কাঙ্গাল চরণ দুখানি ॥ ১১৪ ॥

পূরবী—চৌতাল।

আনন্দে আনন্দময়ী বলে সদা গাওরে।
মানস মধুপ পাদ পদ্মে চলে যাওরে ॥
সংসার কণ্টকময়, মধুহীন পুষ্পচয়,
তারাসুত কেন তাহে বদ্ধ হয়ে রলিবে ॥ ১১৫ ॥

মিশ্র—খেম্‌টা।

(বাউলের সুর)

আমি সদা, করি মহাসুরা পান।
আমার যায় না কেন বিষয় জ্ঞান ॥

আমার ধন, আমারি জন,
মিথ্যা জ্ঞানে করে সদা মন উচাটন ;
পূরা মাতাল না হইলে,
জ্ঞান হবেনা তিরোধান ॥

যে সুরায় মজিল, সে মাতাল হইল,
পাগল বলে চতুর্দ্দিকে লোকে ঘোষিল ,
ক্ষেপা ক্ষেপীর প্রিয় পুত্র,
জ্ঞান অজ্ঞান সব সমান ॥

কৈলাস কাঙ্গাল, অধম বাচাল,
সুরাপানে কবে হায় ! হইবে মাতাল ;
বেতালের কৃপা হবে,
বৈতালীর কোলে স্থান ॥ ১১৬ ॥

রামপ্রসাদী—একতালা।

এবার আমি মাতাল হব।
নামরূপ মহাসুরা ইচ্ছা সুখে পান করিব ॥

সেরি সেম্পিন ব্রাণ্ডি আদি, সে সব কিছু না ছুইব ;
মহাসুরা পান করিয়ে, তাহাতেই ডুবে রব।
কাঙ্গাল বলে সেই সুরা, একা আমি না খাইব ;
অক্ষয় ভাণ্ডার হতে, যত পারি বিলাইব ॥ ১১৭ ॥

ভৈরবী—খেমটা।

মা বাপ পাগল আমার, আমি পাগল হ'তে চাই।
পাগল বিনে গারদেতে অন্য লোকের নাহি ঠাঁই ॥
সেখানে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেম্নি চেলা,
পাগল বিনে ভাল লোক তথায় কভু দেখি নাই ॥
বাকল টেনা কপ্নিপরা, কেহ বা উলঙ্গধারা ;
নাই ধুপীর তোক্কা তারা কভু কেহ রাখে নাই।
গায়ে মাথে ছাইধুলা, পাগল নিয়ে করে খেলা ;
হাসে কাঁদে নাচে তারা, ঘৃণা লজ্জা ভয় নাই ॥
বাবা বেটা জাত ছাড়া, মা বেটী কিরাত পারা ;
গোয়ালা ছুটার সনে, পিরীতি বড় দেখ্‌তে পাই।

সবে মিলে একাচার, জেতের না ধারে ধার;
যাহা ইচ্ছা তাহা খায়, মদ গাঁজা বাকী নাই ॥
ইহুদি যবন আছে, জোলা বেটা খুব নাচে;
বামুন ক্ষত্রি কায়েত বদ্যি, গ'ণ্‌তে গেলে অন্ত নাই।
পাটনী চাঁড়াল, জেলে, মালী,
আছে নাপিত, কামার তেলী;
গদাই চাঁদের মত এমন পাগল দেখি নাই ॥
গদাই আমার প্রাণধন, গদাই সর্ব্বস্ব রতন;
গদাই বিনে দিবানিশি ঝরে মম দুনয়ন।
কোথা প্রভু গদাই চাঁদ, কর প্রেমসুরা দান;
ইচ্ছা সুখে ক'রে পান, একবারে মেতে যাই ॥১১৮॥

মিশ্র—একতালা।

আমায় দে মা মাতাল করে।
একবারে মেতে যাই, প্রেমসুরা পান করে ॥
কাজ কি আমার ঘরবাড়ী, সংসার মায়ার বেড়ী;
সে সব কিছু চাই না আমি, ঝুলি কাঁথা নিব করে।

তব প্রেম মহাসুরা, পানে হব মাতোয়ারা ;
শ্মশানবাসিনী ব'লে, শ্মশানেতে থাকব প'ড়ে।
বসন ভূষণ নাই, মাখিব চিতার ছাই ;
শ্মশানবাসিনী রূপ, হেরিব নয়ন ভরে।
কাঙ্গালের এ বাসনা; হেরি সদা শবাসনা ;
অন্তে যেন পাই স্থান, শ্মশানবাসিনী কোরে ॥১১৯॥

সোহিনী—ঝাপতাল।

মাতায়ে দে প্রেমময়ী, মেতে যাই একবারে।
নাচি গাই প্রেমানন্দে মহাসুরা পান করে ॥
যে সুরা করিলে পান, বাসনা হয় অবসান ;
তুচ্ছ হয় বিষয় মধু কামাদি কুসুমসারে।
ঢাল ঢাল সেই সুরা, মুক্ত হস্তে ভবদারা ;
মত্ত হ'য়ে করি পান দিবানিশি প্রাণভরে ॥ ১২০ ॥

জয়জয়ন্তী—যৎ।

দীনদয়াময়ী তোমায় মা বলি গো একারণ।
মাতৃভাবে মা গো তুমি ত্রিভুবন কর পালন ॥

তুমি মাতৃরূপা হ'য়ে, হিয়ে মাঝে স্থান দিয়ে ;
স্তনদুগ্ধ দিয়ে মা গো শৈশবে করিলে লালন।
তোমার করুণারাশি, ঢালিছ মা দিবানিশি ;
সে চিন্তা করিলে হয় পুলকিত জীবন ॥

মাতৃরূপে তুমি ভবে, প্রত্যক্ষ দেবতা শিবে,
স্নেহের ভাণ্ডার মা গো হৃদয়ে ক'রেছ ধারণ।
নাহি তব হিংসা দ্বেষ, নাহি গো ঘৃণার লেশ ;
সতত সন্তানে কর, (মাগো) স্নেহ বিতরণ ॥

বলে তারা সুত দীন, আমি মা গো মাতৃহীন ;
কে লইবে কোলে মোরে, দীন ভাবে ডাকি যখন
ভরসা তোমার তারা, মা গো আমার ভবদারা ;
মা ব'লে ডাকিলে তোমা, পাই শান্তি তখন ॥১২১॥

ভৈরব—ঠুংরি।

জয়গিরিনন্দিনী, গিরীশ গৃহিণী,
গণেশ কুমার জননী গো ॥

তুমি সারাৎসারা, তুমি পরাৎপরা,
তোমার মহিমা অসীম গো।

দুষ্কৃত দমন, সাধুজন পালন,
ধর্ম্ম স্থাপন তুমি কর গো।
কৈলাস দুর্জ্জন, না জানে ভজন,
কেমনে তোমারে ডাকিবে গো॥ ১২২॥

ভৈরবী—ঠুংরি।

জগত জননী, জগত বন্দিনী,
ভব মনমোহিনী মা।
ব্রহ্ম সনাতনী, ব্রহ্মস্বরূপিণী,
বিশ্ব প্রসব কারিণী মা।
তোমার সৃজিত, অরুণ লোহিত;
ভুবন প্রকাশ করিল মা।
বিহঙ্গমকুল, ভুবন মোহিল,
তব যশ কীর্ত্তনে মা।
কৈলাস বাসিনী, কৈলাস জননী,
কৈলাস ত্রাণ কারিণী মা॥ ১২৩॥

ঝুমঝিঝিট—পোস্তা।

হৃদয়ে থাক মা কালী, হেরিব নয়ন মুদি।
যতনে রাখিব মাগো যেন কাঙ্গালের নিধি॥
তুমি বিনে অন্য ধন, নাহি মোর প্রয়োজন,
হৃদয় সর্ব্বস্ব তুমি আনন্দ সুধা-জলধি।
হেরি বাঞ্ছা তব পদ, তুচ্ছ বিষয় সম্পদ,
কৈলাস বাসনা কালী তোমাতে চির সমাধি॥১২৪॥

ঝুমঝিঝিট—পোস্তা।

হয়েছে আমার মাগো ধূলা খেলা অবসান।
তব দরশন বিনে আকুল হয়েছে প্রাণ॥
মিটেছে খেলার সাদ, মিটেনা কেন বিষাদ,
মোহ মাদকতা ছায়া নাহি হয় সমাধান।
তৃষ্ণায় আকুল প্রাণে ছুটেছে তোমার পানে,
তারাসুত হৃদে মাগো কর সুধা শান্তি দান॥১২৫॥

খাম্বাজ—একতালা।

অন্তরে রয়েছ অন্তরযামিনী।
বাহিরেতে তোমা খুঁজিগো জননী॥
ভ্রান্তি জ্ঞানে সদা ভ্রমিগো অবনী।
কি হবে আমার বলগো তারিণী॥
কিরূপে তোমারে খুঁজিব অন্তরে,
কপটে আচ্ছন্ন রেখেছ আমারে;
সকলি আঁধার আঁধার রজনী,
তমে পরিপূর্ণ হয়েছি জননী॥
অধম কৈলাসে করুণা প্রকাশে,
কর তমনাশ জ্ঞানের বিকাশে;
দেখিগো হৃদয়ে ব্রহ্মসনাতনী,
বিদ্যুৎপুঞ্জ সম চরণ দুখানি॥ ১২৬॥

রাগে শ্রী—আড়াঠেকা

প্রকৃতি পুরুষ খেলা মরি কিবা মনোহর।
জীবন সফল হবে মানস নয়নে হের॥

প্রকৃতি লইয়ে বুকে, পুরুষ পরম সুখে,
পড়ে আছে মরা যেন, সাড়া শব্দ নাহি তার।
প্রকৃতি উলঙ্গ বেশ, করে অসি মুক্তকেশ,
প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে, নৃত্য করে চমৎকার॥
কখন পুরুষ বর, পদতলে রাখি শির।
বলিতেছে প্রকৃতিরে, জুড়িয়ে যুগলকর।
"স্মরগরল খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং,"
দেহি প্রিয়তম তব "পদপল্লবমুদার"॥ ১২৭॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

অরূপের রূপরাশি নয়ন ভরিয়ে হের।
সগুণ বিরাজ করে নির্গুণের বক্ষোপর॥
নির্গুন সাগর শিব, শকতি তরঙ্গ নিভ;
ব্রহ্মহ্রদে তার শক্তি খেলিতেছে নিরন্তর॥
অন্ধকারে মহাজ্যোতি, প্রেমের বিজলী ভাতি;
পদযুগ শতদল শান্তির সুধা-ভাণ্ডার।

শক্তির অনন্তলীলা, সৃষ্টি স্থিতি লয় খেলা ;
ব্রহ্মাণ্ডের মালা গলে, মা আমার কি সুন্দর ॥
বাল শশধর ভালে, নয়নে অনল জ্বলে ;
চিন্ময় মুখমণ্ডলে অট্টহাসি কি মধুর।
তারাসুতে কৃপা করি, এস মাগো মহেশ্বরী ;
দ্বিদল কমলে শ্যামা সতত বিরাজ কর ॥ ১২৮ ॥

খট ভৈরবী—একতালা।

(আমি) নির্ব্বাণাদি চাহিনে জননী।
রাখ কৃপা করে, হৃদিপদ্মোপরে,
তোমার রাতুল চরণ দুখানি ॥
চাহিনা গো ধন চাহিনা গো জন,
রতন মুকুটে নাহি প্রয়োজন ;
ত্রিলোক বাঞ্ছিত যোগীন্দ্র সেবিত,
চাহি মা তোমার চরণ দুখানি ॥
ভক্তির কাঙ্গাল গোলোক নন্দন,
কর হৃদে সুধু ভক্তি বিতরণ ;

হৃদি পদ্মদলে পূজিতে বাসনা,
সদা মা তোমার চরণ দুখানি ॥ ১২৯ ॥

খট্ ভৈরবী—একতালা।

বাঞ্ছাপূর্ণ করগো জননী। (মা)
দেও চক্ষু খুলে দেখি কুতূহলে,
শ্যামা রূপে তব চরণ দুখানি ॥
নাহি তব নাম নাহি তব রূপ,
অন্ত হীন নাম তুমি বিশ্বরূপ;
বিশাল জগতে সব তব রূপ,
শ্যামারূপে দেখা দাওগো তারিণী ॥ (আমায়)
রাধাকৃষ্ণ তুমি তুমি শিবরাম,
আল্লা খোদা গড্ সব তব নাম,
পঞ্চাশত বর্ণ বর্ণে বর্ণে নাম,
মা বলিয়ে শুধু ডাকি ত্রিনয়নী ॥ (আমি)

প্রণবে তোমার মহিমা প্রকাশ,
জ্যোতির্ম্ময়ী তুমি জ্যোতিতে বিকাশ,
মম হৃদিপদ্ম কর সুপ্রকাশ,
তমে মুক্ত কর কৈলাসে শিবানী।১৩০॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

এস গো মা ব্রহ্মময়ী দ্বিদল কমলাসনে।
পূজিতে বাসনা তোমায় ভক্তি সুধাবিন্দু দানে॥
উপেক্ষিয়ে বিশ্বরূপ, নিয়ে চিদানন্দ রূপ,
এস চিদানন্দময়ী নির্গুণ পুরুষ সনে।
যত দিন আছি, "আমি" ততদিন রবে "তুমি",
তোমাকে পূজিব আমি, দাস অনুদাস জ্ঞানে।
"আমিত্ব" না হলে নাশ, "পাজি আমি" হউক বিনাশ;
দীন হীন দাস হ'য়ে থাকিব তব চরণে॥
তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র, নাহি মোর তন্ত্র মন্ত্র;
মা বলিয়ে ডাকি যেন জননীগো নিশি দিনে।

শিখায়েছ যেই বুলি, বলি আমি সেই বুলি,
তাহা বিনে অন্য বুলি তারাসুত নাহি জানে ॥ ১৩১ ॥

জয়জয়ন্তী—যৎ।

দয়া কর মা দীন জনে, (দয়া কর মা দীন জনে)।
কাঙ্গাল ব'লে দয়া করে, কেউ নাই আমার ত্রিভুবনে ॥
আমি মা কাঙ্গাল অতি, দীন হীন মূঢ়মতি ;
নিজ গুণে কর দয়া সাধন ভজন হীনে ॥
চাহিনা গো পাপ পুণ্য, জ্ঞান অজ্ঞানে পড়ুক শূন্য ;
ধর্ম্মাধর্ম্ম আদি সব, দিয়েছি তোর শ্রীচরণে ॥
জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড, চাহি না সব লণ্ডভণ্ড ;
(তুমি) ভক্তিরসে দেও গলিয়ে, আমার হৃদি পাষাণে ॥
নির্ব্বাণের নাহি আশ, পদে সদা অভিলাষ,
(তুমি) কৈলাসে কৃতার্থ কর,
মাগো শুদ্ধাভক্তি দানে ॥ ১৩২ ॥

গৌড়সারঙ্গ—একতালা।

ভেবে দেখ ওরে পামর মন,
দুঃখ নিশি হ'ল অবসান।
কৃপাময়ীর কৃপাবিন্দু পেয়ে,
জেগে উঠেছে রে পরাণ॥

কোথা ছিলে তুমি কোথায় এসেছ,
জীবনের গতি কর নিরীক্ষণ;
কাহার কৃপাতে হ'লে অগ্রসর,
কেবা তোরে করে আকর্ষণ॥

চন্দ্রেতে জোছনা তপনে কিরণ,
কুসুমে সৌরভ বৃক্ষেতে চন্দন;
দিয়েছেন তিনি, জগতজননী,
পেয়েছে কাঙ্গাল এ নব জীবন॥১৩৩॥

বেহাগ—আড়া।

খেলিতেছে ক্ষণপ্রভা আমার হৃদি-আকাশে।
নিবিড় আঁধার মাঝে রেখা যেন ক্ষণে আসে॥

অবিদ্য আঁধার ঘন, ঢাকা হৃদি সর্ব্বক্ষণ;
চপলা কলার রেখা, কদাচিৎ কভু আসে।
খেলিতেছে লুকোচুরি, জ্যোতির্ম্ময়ী মহেশ্বরী;
বিদ্যুৎপুঞ্জ সমভাবে, সদা কেন নাহি ভাসে।
তারাসুতে দয়া করি, এস শিবে ও শঙ্করী,
এস হৃদে সেই রূপে, যে রূপে তিমির নাশে॥১৩৪॥

আলাইয়া—কাওয়ালী।

বাসনায় ধরেছে আগুন হবে দুঃখ অবসান।
শান্তি সুধা ঢালিতেছে দয়াময়ী অবিরাম॥
মন হবে পরিপাটি, মলিনতা যাবে কাটি;
দানবের রাজত্ব বুঝি, হইবেক সমাধন।
অবিদ্যা হইবে বশ, ঘোষিবে বিদ্যার যশ;
তারাসুত হৃদে হ'বে মহাবিদ্যার অধিষ্ঠান॥ ১৩৫॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

মা আমার আনন্দময়ী কি আছে রে ভাবনা।
নিরানন্দ ত্যজি কেন কালী কালী বল না॥
আনন্দ অমৃত হ্রদ, মাতৃপদ কোকনদ;
সে হ্রদে ডুবিয়ে কেন সুধা পান ক'রনা।
নিখিল মঙ্গল রূপ, পদতলে শিবরূপ;
অশিব আশঙ্কা মনে, কখনও করিও না।
হের না বদন খানি, পাইবে অভয় বাণী;
বাহু তুলে যেন কালী কাঙ্গালে করে সান্ত্বনা॥১৩৬॥

বেহাগ—আড়া।

বাসনা জননী মোর হই তব শিশুসুত।
অঞ্চল ধরিয়ে তোর বেড়াইব দিন রাত॥
ফেলিতে নারিবে মোরে, থাকিব জড়ায়ে ধ'রে,
ইচ্ছা হ'লে কোলে বসি জানাব অভাব যত।
মা বিনে শিশু জানে না, মা বিনে কভু ডাকে না,
কৈলাস বাসনা আমি হই মাগো সেই মত॥ ১৩৭ ॥

আলাইয়া—ঝাঁপতাল।

তোমারে করেছি সার যাবনা শমন ঘরে।
তাঁহার কি আছে সাধ্য ধরিবে আমার করে॥
তব নাম সারাৎসার, নিঃসরে বদনে যার,
যমের কি আছে সাধ্য পাশবদ্ধ করে তারে।
তব নাম মহামন্ত্র, হৃদয় করেছি যন্ত্র,
অন্তে যাব তব পুরে কালী বলে নৃত্য করে।
কর্ম্মফলে দুঃখ পাই, তার জন্য ভয় নাই,
পেয়েছি অভয় বাণী তারাসুত নাহি ডরে॥১৩৮॥

খট—যৎ।

নামের ভরসা তব করি আমি ও জননী।
কাজ কি আমার সন্ধ্যা পূজা কর গণা লোক দেখানি॥
তুমি ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম, জেনে তাহা সার মর্ম্ম,
ত্যজিয়াছি ধর্ম্মকর্ম্ম কর্ম্মকাণ্ড বকবকানি।
নামে বাঞ্ছা পূর্ণ হবে, নিতান্ত ভেবেছি শিবে,
দয়াময় গুরু হ'তে পেয়েছি অভয় বাণী॥ ১৩৯॥

বেহাগ—আড়া।

আমার মনের ধাঁধা মাগো সব মিটে গেল।
সর্ব্বধর্ম্ম-সার তুমি জান্তে বাকি নাহি র'ল ॥
•নাম নিয়ে গণ্ডগোল, ইহাই ভ্রান্তির মূল,
মারামারি কাটাকাটি বিশ্বে কত হ'য়ে গেল ॥
তব তত্ত্ব তত্ত্বাতীত, তব জ্ঞান জ্ঞানাতীত,
ক্ষুদ্রবুদ্ধি নর তাহা মীমাংসা করিতে গেল।
ভক্ত তরে তব কায়া, জ্ঞানে নিরাকার ; "মায়া",
"শূন্য" আদি কত মত দার্শনিক দেখাইল।
মূলে এক অপরূপ, লীলায় যুগল রূপ,
প্রকৃতি পুরুষ এক মর্ম্ম কথা বুঝা গেল।
ব্রহ্ম আর তার শক্তি, ভেদ নাহি সার উক্তি,
সেই মহাশক্তি পদে আমার মন মজিল।
কাঙ্গালের নিবেদন, আমি তব কুসন্তান,
দয়া ক'রে কোলে নিয়ে বদনে পীযূষ ঢাল ॥১৪০॥

শ্যামা সঙ্গীত।

পরিশিষ্ট।

৺ কাশীধামে

অন্নপূর্ণার প্রতি।

রাগপ্রসাদী—একতালা।

কেমনে মা বলি তোরে।
দীন হীন কাঙ্গাল আমি, তুমি সিংহাসনোপরে॥
(আমি) দুঃখের বোঝা মাথে নিয়ে,
কেঁদে বেড়াই (দেশ) দেশান্তরে;
(আর) তুমি সিংহাসনে বসি,
অন্ন বিলাও অকাতরে॥

আমার মা শ্মশানে থাকে,
বস্ত্র নাহি জুটে তারে ;
(ও সে) মণি মুক্তা কোথা পাবে,
মুণ্ডমালা গলে পরে ॥

মা পাগলী বাপ ভিখারী,
ছেলে কাঙ্গাল (যুগ) যুগান্তরে ;
(ওগো) সিংহাসনে তোমার কোলে,
যাব আমি কেমন ক'রে ॥

(মাগো) কত স্থানে বিরাজ কর,
তুমি কত রূপ ধরে ;
পাগলী রূপে কৈলাসকে মা,
অন্তে নিও কোলে ক'রে ॥১৩৯॥

দৈত্যরাজ শুম্ভের সমীপে

দূতের উক্তি।

খটভৈরবী – একতালা।

মহারাজ! উপবনে কে এসেছে।
আশ্চর্য্য রমণী বিদ্যুৎ বরণী,
বনভূমি রূপে আলো ক'রেছে ॥
মৃগেন্দ্র ভীষণ করি আরোহণ,
হিমগৃহ হতে গমন করেছে;
কিবা অপরূপ বলিব হে ভূপ,
সে মোহিনী রূপে ভুবন মোহিছে ॥
সুরাসুরে নরে নাহি হেন রূপ,
সকল রূপের আকর স্বরূপ;
হেরিতে সেরূপ শুন ওহে ভূপ,
আমার তনয় পাগল হ'য়েছে ॥১৪০॥

সমাপ্ত।

কাঙ্গালের গীত।

সূচীপত্র।

শ্যামা-সঙ্গীত।

মূল্য ।৹ আট আনা।